CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 January, 2020 ■ আগরতলা, ৬ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২০ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

কাঞ্চনপুরে পৃথক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দুস্কৃতিদের হামলা টাকা ছিনতাই, মারধরে গুরুতর আহত চালকসহ ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৪ জানুয়ারি।। পৃথক জায়গায় যান চালকদের উপর হামলা চালিয়েছে দুস্কৃতিরা। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন ছয়জন। ঘটনা উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায়। গাড়ি চালক ও শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভর সঞ্চার হয়েছে। ওই ঘটনাগুলির ব্যাপারে কাঞ্চনপুর থানা এবং আনন্দবাজার থানায় পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, আনন্দবাজার থানার অধীন বড়ছড়া গ্রামে বিদ্যুত লাইনের কাজ করে ফেরার পথ আক্রান্ত হয়েছে গাড়ি চালক ও তিন শ্রমিক। জানা গিয়েছে, টিআর-০৫-১৬৩৫ নম্বরের একটি গাড়ি নিয়ে চালক দীপঙ্কর নাথ দশদা থেকে কাঞ্চনপুর আসছিলেন। গাড়িতে ছিলেন তিন শ্রমিক রথীন্দ্র নমঃ, রাজু নাথ এবং রিপন নাথ। তারা যখন আশাপাড়া রিয়াং শরণার্থী শিবিরের কাছে পৌঁছে তখন বিপরীত দিক থেকে আসা টিআর-০২-৩৪৭১ নম্বরের একটি কমান্ডার জীপের সামনাসামনি হয়। দুটি গাড়ির চালকের মধ্যে গাড়ি পাশ দেওয়া নিয়ে সামান্য তর্ক বিতর্ক হয়। এমন সময় কমান্ডার জীপে থাকা বেশ কয়েকজন যুবক নেমে গিয়ে শ্রমিক ও ওই গাড়ির চালকের উপর হামলা চালায়। বেধরক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় কোনও রকমে তারা সেখান থেকে পালিয়ে দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। সেখানে চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর কাঞ্চনপুর হাসাপাতলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক আহত চারজনই কাঞ্চনপুর হাসপাতালে পৌঁছে। সেখানে গেলে তাদের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় ধর্মনগর হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিগকে, হাসপাতালে পৌঁছার আগে আহতরা বিষয়টি আনন্দবাজার থানার পুলিশকে জানিয়ে আসে।

আহত গাড়ির চালক জানিয়েছেন, যেখানে এই মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে সেখানকার স্থানীয় রিয়াং পরিবারের লোকজন তাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করছে কাজ করার ক্ষেত্রে। তারা মূলত বিদ্যুৎ নিগমের ঠিকারা প্রণব নাথের অধীনে ওইসব এলাকায় বিদ্যুৎ লাইন সংস্কারমূলক কাজ করছিল। কিন্তু, আশাপাড়া শিবিরের কিছু যুবক এদিন সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের উপর হামলা চালিয়েছে।

এদিকে, গতকাল সন্ধ্যারাতে দাসদা থেকে গরুর গাড়ি নম্বর টিআর-০২-জে-১৮৫৯। বলেরও মাক্সি ট্রাক আটটি গরু নিয়ে দশদা থেকে রওনা হয় ফটিকরায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। চালক রিয়াজ আলী (২৯) ও ছবির উদ্দিন (২৭) জানান গাড়িটি সাতনালা আসার পরে কিছু যুবক গাড়িটিকে থামানোর জন্য সিগন্যাল দেয়। চালক রিয়াজ আলি গাড়িটি থামিয়ে কথা বলতে চাইলে যুবকরা কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। গাড়িটি সাতনালা থেকে তিন কিলোমিটার ভিতরে নিয়ে যায় এবং ২০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য দাবি করে। চালকের পকেট চার হাজার টাকা ছিল এগুলো নিয়ে যায় এবং গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে যায়। চালক জানান ওরা দুজনকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। ভয় দেখিয়ে যুবকরা দুই ব্যক্তিকে বলে পুলিশ প্রশাসনকে টাকা দিয়ে গরু গুলি নেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা সাতটার সময় গরুর গাড়ি আটক করে। রাত তিনটার সময় ওই এলাকার ভাইস চেয়ারম্যান কাঞ্চনপুর থানার ওসিকে ফোনে জানান বিষয়টি। ওসি পরিতোষ দাস খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকাতে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর থানায় নিয়ে আসা আসেন আহত দুই ব্যক্তিকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বাইকের ধাক্কায় সংকটজনক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি ।। এন যেন রাস্তার পাশ দিয়ে হাটাও মোটেই নিরাপদ নয়। রবিবার সাত সকালেই একটি দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন রাজু দেব (৩৭) নামে এক ব্যক্তি। তিনি গকুলনগর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করেন। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন রাস্তারমাথা এলাকায়। রাজু দেব তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বিদ্যুৎ অভিসে যাচ্ছিল।

এমন সময় বিশালগড়ের দিক থেকে টিআর ০৭বি ৬৪৪৮ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে এক যুবক তাকে সরাসরি ধাক্কা দেয়। সাথে সাথেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার একটি পা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতরভাবে আঘাত লাগে। বিশালগড় দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই একটি যাত্রীবাহী অটোতে করে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। বাইক চালক সেখান থেকে পালানোর আগেই স্থানীয়রা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আহতের ভাই জানিয়েছেন বাইক চালকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা এবিভিপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছাত্র সংসদের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ঊ আক্রান্ত জেএনইউ ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ। এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন অধ্যাপিকা সুচরিতা সেন। রবিবার সন্ধ্যায় মহিলা হস্টেলে হামলার ঘটনায় এসএফআইয়ের তরফে সরাসরি এবিভিপির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।

এদিন মুখ ঢেকে, হাতে লাঠি নিয়ে সবরমতি গার্লস হোস্টেলে ঢুকে রীতিমত তাণ্ডব চালানো হয়। ভেঙে ফেলা হয় হোসটেলের সম্পত্তি। ঐশীর পাশাপাশি গুরুতর ভাবে আহত হইয়েছেন অধ্যাপিকা সুচরিতা সেন। জহওরলাল ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ বর্তমানে এইএমসের ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, হামলার সময় ছাত্রীরা সবরমতী হোস্টেলের মহিলা শাখায় গিয়ে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। সেইসময় আক্রমণকারীরা গোটা করিডরে ভাঙচুর চালায়। বাইরের কার পার্কিংয়েও চালানো হয় ভাঙচুর।

গোটা ঘটনাটিকে জেএইইউ-তে এমারজেন্সি বলে ট্যুইটারে উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ। এবিভিপি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ছাত্র সংসদের দাবি, মুখে মুখোশ পরে হামলা চালিয়েছে আক্রমণকারীরা। জেএনইউ কর্তৃপক্ষ এবং এবিভিপি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর আরও জোরালো করার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে এর জবাব দেওয়া হবে। ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবিভিপিকে।

উল্লেখ্য, ফি বৃদ্ধি-সহ কর্তৃপক্ষের একাধিক ছাত্রবিরোধী নীতির অভিযোগ তুলে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে জেএনইউ'র ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দমাতে এর আগেও একাধিক হামলা চালিয়েছে কর্তৃপক্ষ, পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ এমনই।

চড়িলামে সর্টসার্কিটের আগুনে পুড়ল ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জানুয়ারি।। মধ্যরাতে বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম রাজীব কলোনী এলাকার একটি বাড়িতে বৈদ্যুতিন সর্টসার্কিটে আগুন লেগে যায় রান্না ঘরে। তাতে ওই ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। রাজীব কলোনীর সিশান মিয়ার বাড়ির রান্নাঘরে ফ্রীজের মধ্যে বৈদ্যুতিন সংযোগের যে তার ছিল তাতে আগুন ধরে যায়। সাথে সাথেই আগুন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হলেগ্রামের রাস্তা হওয়াতে ফায়ার সার্ভিস সেখানে পৌঁছতে পারেনি। কোনওরকমে লোকজন মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রসঙ্গত, স্থানীয় জনগণের দাবী ওই এলাকায় জরুরী প্রয়োজনে যাতে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছতে পারে সেজন্য রাস্তা সংস্কার করা প্রয়োজন।

রাজ্যের ২৫৪৫টি স্কুলের বৈদ্যুকিরণ কেন্দ্র মঞ্জুর করল ২৯.৯২ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের ২৫৪৫টি স্কুলে বৈদ্যুতিকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মহাকরণে এই সংবাদ জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজ্যে ৩৩৩৪টি জুনিয়র বেসিক স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ স্কুলের বৈদ্যুতিকরণ বাকি রয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, ওইসব স্কুলের কাছাকাছি থাকা অভিভাবকরা বিভিন্ন সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে বৈদ্যুতিকরণের দাবী জানিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেন বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ২৫৪৫টি স্কুলের অভ্যন্তরিণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য ২৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। পূর্ত দপ্তর সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করেছে এবং দেখা গিয়েছে ২৩৯১টি স্কুল অভ্যন্তরিণ বৈদ্যুতিকরণে বাইরে রয়েছে। তারপর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে ২৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। তবে তা হবে দুটি পর্য্যায়ে।

অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কোন ধরনের নির্মাণ কাজ কিংবা সংস্কারমূলক কাজ করানো হয়েছে এমন কোন তথ্য দপ্তরের কাছে নেই। আট বছর যাবত সমস্ত কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তর গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছে ১২৭ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে সেই সাথে ১৩৭টি সংস্কারমূলক কাজও। এই কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ১৩৭টি অসমাপ্ত কাজ ছাড়াও ১০৯৭টি কাজ শিক্ষাদপ্তর দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। তারজন্য ৪৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সংস্কারমূলক ও নির্মাণ কাজের মধ্যে রয়েছে, শৌচালয়, ক্লাসরুম, গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এইসব কাজ করবে পূর্ত দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর।

সিএএ এর প্রতিবাদে যৌথ ফোরাম আগরতলায় র‍্যালী করবে ৭ জানুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে আগামী সাত জানুয়ারী আগরতলায় র‍্যালী সংগঠিত করবে যৌথ ফোরাম। জয়েন্ট মোভমেন্ট এগেনস্ট সিটিজেনশিপ অমান্ডমেন্ট অ্যাক্ট এর পক্ষ থেকে রবিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানানো হয়েছে।

সংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যৌথ ফোরামের আহ্বায়ক অম্বুনি দেববর্মা, আইএনপিটির সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল সহ অন্যান্যরা। যৌথ ফোরামের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ভূমিকায় তারা অসন্তুষ্ট। যৌথ ফোরামের অভিযোগ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হওয়ার ফলে ত্রিপুরায় উপজাতি অংশের জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এম্বুনি দেববর্মা আরও জানান, ৯-১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকে বন্ধ ডাকা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ১১ ডিসেম্বর আন্দোলনকারীদের সাথে বৈঠক করেন এবং আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।

সেই মোতাবেক যৌথ ফোরামের এক প্রতিনিধি দল ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে পার্লামেন্ট হাউসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী জি কে কিষাণও। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল আগামী এক সপ্তাহের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নথি চ্যাকিং করতে গিয়ে ট্রাক চালকের হাতে নিগৃহীত পুলিশ, তেলিয়ামুড়ায় ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। ভেহিক্যাল চেকিংয়ে বেরিয়ে লরির চালকের হাতে ট্রাফিক পুলিশ হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে তেলিয়ামুড়ায়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকার জাতীয় সড়কে। এ ব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশ ওই গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করাকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ি এলাকায়।

তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিটের ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়া জানান, এএসওএলইসি-০৩৭৭ নম্বরের একটি ১২ চাকার লরি বহির্রাজ্য থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকার জাতীয় সড়কে। লরির চালক মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। ওই সময়ই জাতীয় সড়কের হাওয়াইবাড়ি এলাকায় ছিল ট্রাফিক পুলিশ। তারা ভেহিক্যাল চেকিং করছিল। অভিযুক্ত গাড়িটিকে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা থামায়। এতেই বিপত্তি। লরির চালক তেরেফুঁড়ে উদ্যত হয়ে ট্রাফিক পুলিশের উপর চড়াও হয়। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ লরির চালককে বোঝাতে চাইলে চালক কোনোকিছু বুঝতে নারাজ।

পরে পুলিশ একপ্রকার বাধ্য হয়ে লরির চালককে আটক করে। এমবি অ্যাক্ট অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়া।

বিজেপির অফিসে ভাঙচুর উত্তেজনা গামাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। শনিবার রাতে তেলিয়ামুড়ায় বিজেপি'র শক্তিকেন্দ্রের অফিস ভেঙে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। এটি বিরোধীদের অপকর্ম বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। ব্রহ্মছড়া, গামাইবাড়ি এবং রূপাছড়া বিজেপি শক্তি কেন্দ্রের অফিস রাতের অন্ধকারে ভাঙচুর করেছে দুস্কৃতিকারীরা। এনিয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা শনিবার রাতের কোনো এক সময়। এই খবর দিয়ে বিজেপি দলের এক নেতা জানান, শনিবার রাতের কোনো একসময় গামাইবাড়িস্থিত বিজেপি শক্তি কেন্দ্রের অফিসটি ভাঙচুর করে দুস্কৃতিকারীরা। এ ব্যাপারে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বিষয়টি তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে। বিজেপি দলের ২৯নং কৃষ্ণপুর মণ্ডলের ওই নেতা জানান, সিপিআইএম কর্মীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে বিজেপি দলের শক্তিকেন্দ্রগুলিতে আঘাত আনছে। এ বিষয়টি পুলিশের নজরে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তের সাপেক্ষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

হাওয়াইবাড়িতে তান্ত্রিকের জারিজুরি গণধোলাইয়ের পর পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। তান্ত্রিক পরিচয় দিয়ে জারিজুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়লেন এক ভন্ড। ঘটনা তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ী এলাকায়। ভন্ড বাবার নাম জয় নাথ শর্মা। বাড়ি খোয়াইয়ের শিংগিছড়ায়। তাকে গণধোলাই দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমনিতে ভন্ডামী বাবার অভাব নেই সেই সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়ায় দেখা মিলল আরেক তাবিজ বাবার। তিনি নাকি বাড়ি থেকে তাবিজ বের করে সংসারের শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ঘটনায় জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকার সুমন দিন আগে এসে বলে যায় তাদের উঠোন তাবিজ পোঁতা আছে তাই তাদের সংসারে ঝামেলা। তিনি নাকি সেই তাবিজ বের করে সংসারকে ঝামেলা মুক্ত করবেন। জানা যায় ওই তাবিজ বাবার আসল নাম জয় নাথ শর্মা। বাড়ি খোয়াই এর সিংগিছড়া। গতকাল তথা ঐ এলাকার সুমন শীলের বাড়িতে আসে তাবিজ তোলার জন্য। এসেই নানান আবদার। নতুন গামছা মোম ধূপকিঠি সহ পাঁচশত একটাকা দক্ষিণা লাগবে। পরিবারের লোক দিতে রাজী হলে শুরু হয় তার ভন্ডামি। বাড়িল এক কোনে এক সময় তার নিজের তৈরি করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস আইটি সেলের কর্মী গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মিথ্যা অভিযোগ এনে কংগ্রেসের আইটি সেলের অরিন্দম ভট্টাচার্যকে থানায় তুলে এনে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যারা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে তাদের গ্রেপ্তার না করে মিথ্যা মামলায় কংগ্রেসের আইটি সেলের সদস্যকে গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস দল।

বিজেপি ও যুবমোর্চার মুখপাত্ররা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে ঘোরতর অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিএএ সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য একটি ফোন নম্বর দিয়েছেন। এই ফোন নম্বরে মিসকল দিলে তারা সংখ্যার নিরিখে প্রমাণ করতে পারবে সিএএ-র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার জন্য রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধী বঢরাকে দায়ী করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রাজধানী দিল্লিতে বুথস্তরের কার্যকর্তাদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভকে মদত যুগিয়ে ছিলেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ভুল বোঝাচ্ছে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। এদিন দেশের সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে তাঁর দাবি কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। এমন কোনও ধারা

দিল্লীর একটি ঝুপরিতে বসবাসকারী জনগণকে সিএএ'র সুবিধা বুঝাতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আইনটিতে নেই। নানকানা সাহেব গুরুদ্বারে হামলার পর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে বলে মনে করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল পাকিস্তান নানকানা সাহেব গুরুদ্বারে হামলার পর অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর চোখ খুলে যাওয়া উচিত। তাদের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই হামলা।

দিল্লির উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, আপ সরকার দিল্লিজুড়ে ১৫ লক্ষ সিসিটিভি বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা করে দেখায়নি। চুক্তিভিত্তিক এবং কর্মচারিদের স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও করেনি তারা। দিল্লির উন্নয়নের যে প্রধান বাধা কেজরিওয়াল, তাও মনে করিয়ে দেন অমিত শাহ। অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৫০০০ স্কুল, ২০টি কলেজ গড়ার। কিন্তু একটাও নবনির্মিত কলেজের হদিশ পাওয়া যায়নি।

এদিন সভায় অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, দেশ সহ গোটা বিশ্ববাসীর ইচ্ছায় অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মিত হতে চলেছে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিরোধিতা করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৮৮ ◘ ৬ জানুয়ারি ২০২০ইং ◘ ২০ পৌষ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিতর্কের ঝড় বাড়িয়াই চলিতেছে

সম্প্রতি বেশ কিছু রাজনৈতিক বিতর্ক সাংবিধানিক প্রশ্ন ঘিরিয়া আবর্তিত হইয়াছে। যেমন কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৭০ ধারা একটি স্থায়ী না অস্থায়ী ধারা ছিল, কিংবা আজ দেশ যা নিয়া উত্তাল সেই নাগরিকত্ব সংশোধন আইন সংবিধানের ১৪তম ও ১৫ তম ধারাকে লঙ্ঘন করিয়াছে কিনা- এই সব তর্ক দেশে ইতিমধ্যেই অনেক প্রশ্নও নতুন করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। যেমন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ও অন্যত্র ৩৭১ ধারার মধ্যে তফাত কী? কী ধরনের সাংবিধানিক শর্তের মধ্য দিয়া কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, অথবা, নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের সমর্থনে বলা হয়, যে ঔপনিবেশিক ভারত ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছিল, তা কি তর্কাতীতভাবে সত্যি? এই সব প্রশ্ন শুধু বিশেষজ্ঞ মহলেরই প্রশ্ন নয়। বন্ধুদের সঙ্গে ফোনালাপে, হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে চলিতেছে এই সব চর্চা। কখনও কেউ পাঠাইতেছেন নতুন আইনের পাঠ, কেউ পাঠাইতেছেন বরিষ্ঠ আইনজীবীদের ভাষ্য, কখনও নিজেদের আইনজ্ঞ বন্ধুদের মতামত জিজ্ঞেস করিতেছেন। সব মিলিয়া সংবিধান নিয়া শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এই রকম উদ্দীপ্ত, কখনও বা রীতিমতো গরম, আলোচনা আগে দেখা যায় নাই। ফলে কোনও কোনও বিশিষ্ট মানুষ প্রশ্ন করিতেছেন, এটাই কি ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় সাংবিধানিক মুহূর্ত ? এক সময় আমাদের নেতারা অনেক আলোচনা করিয়া সংবিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই তর্কবিতর্ক সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হইত। বিজেপির সঙ্গে একমত হই বা না-হই, আজ কি তবে সেই রকম আলোচনার দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতেই পারে যে আজকের এই আইন প্রণয়ন ও তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তৎসংলগ্ন আলোচনার, ডাক্তারি শাস্ত্রের ভাষায় একটি কাম্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে। মনে হইতে পারে যে, আজকের তর্কমুখর আলোচনার মাধ্যমে ভারতে একদল নাগরিক তৈরি হইতেছেন, যাহারা সংবিধান ও তাহার নানান ধারার সম্বন্ধে আগের চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল হইবেন ও এর ফলে হয়তো ভারতীয় গণতন্ত্রই শক্তিশালী হইবে । গত কয়েক দশক ধরিয়া দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের হইয়া সংবিধানের আইনগত সফল ব্যবহার দেখিয়া কিছু কিছু অ্যাকাডেমিক সজ্জন ভাবিতেও শুরু করিয়াছিলেন যে সত্যিই হয়তো ভারতীয় সংবিধান ধীরে ধীরে গরিব মানুষের জন্য দৈনন্দিন সংগ্রামে ব্যবহার্য একটি ক্ষমতাশালী অস্ত্র হইয়া উঠিবে। এ নিয়ে তো সন্দেহ নেই যে নানা রকম আন্দোলন, বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া গিয়া সংবিধান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আমাদের গত দু'দশকে কিছুটা হইলেও বাড়িয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন করাই যাইতে পারে—আগের চাইতে বেশি মানুষ সংবিধান বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া দেশে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক শাসনের ভিতটিই কি আরও মজবুত হইতেছে না?

ইরানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানকে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রবিবার ইরানকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরান যদি কোনও মার্কিনি নাগরিককে এবং মার্কিন কোনও ঘাঁটিতে হামলা চালায় তবে ইরানের সাংস্কৃতিক এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ ৫২টি জায়গায় হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে আমেরিকা। ইরান খুব স্পর্ধা সঙ্গে মার্কিন ঘাঁটি ও সম্পত্তি উপর হামলা চালানোর কথা বলছে। কাসেন সোলেমানিকে জঙ্গি নেতা আখ্যা দিয়ে তাঁর দাবি এক জঙ্গি নেতার মৃত্যু প্রতিশোধ নিতে ইরান এমন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, সোলেমানিকে হত্যা করে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়া রুখতে চেয়েছে আমেরিকা। কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করা আমেরিকার উদ্দেশ্য নয়। অন্যদিকে শনিবার জেনারেল কাসেন সোলেমানির শেষ যাত্রায় বাগদাদের রাজপথে নামল জনতার ঢল। প্রিয় সেনানায়ককে শেষ বিদায় জানানোর জন্য বহু মানুষের ভিড় যেন গণপ্লাবনে পরিণত হয়।সোলেমানির প্রয়াণে শোকাহত মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ। উঠছে প্রতিশোধের দাবি।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা, এভিবিপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছাত্র সংসদের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ঊ আক্রান্ত জেএনইউ ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ। এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন অধ্যাপিকা সুচরিতা সেন। রবিবার সন্ধ্যায় মহিলা হস্টেলে হামলার ঘটনায় এসএফআইয়ের তরফে সরাসরি এভিবিপির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। এদিন মুখ ঢেকে, হাতে লাঠি নিয়ে সবরমতি গার্লস হোস্টেলে ঢুকে রীতিমত তাণ্ডব চালানো হয়। ভেঙে ফেলা হয় হোসটেলের সম্পত্তি। ঐশীর পাশাপাশি গুরুতর ভাবে আহত হইয়েছেন অধ্যাপিকা সুচরিতা সেন। জহওরলাল ইউনিভারসিতি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ বর্তমানে এইএমসের ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, হামলার সময় ছাত্রীরা সবরমতী হোস্টেলের মহিলা শাখায় গিয়ে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। সেইসময় আক্রমণকারীরা গোটা করিডরে ভাঙচুর চালায়। বাইরের কার পার্কিংয়েও চালানো হয় ভাঙচুর। গোটা ঘটনাটিকে জেএইইউ-তে এমারজেন্সি বলে ট্যুইটারে উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ। এবিভিপি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ছাত্র সংসদের দাবি, মুখে মুখোশ পরে হামলা চালিয়েছে আক্রমণকারীরা। জেএনইউ কর্তৃপক্ষ এবং এবিভিপি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর আরও জোরালো করার আহ্বান জানিয়েছে তারা। এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে এর জবাব দেওয়া হবে। ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবিভিপিকে। উল্লেখ্য, ফি বৃদ্ধি-সহ কর্তৃপক্ষের একাধিক ছাত্রবিরোধী নীতির অভিযোগ তুলে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে জেএনইউ'র ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দমাতে এর আগেও একাধিক হামলা চালিয়েছে কর্তৃপক্ষ, পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ এমনই।

সোলেমানির শেষ যাত্রায় উঠল প্রতিশোধের দাবি

তেহরান, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : জেনারেল কাসেন সোলেমানির শেষ যাত্রায় বাগদাদের রাজপথে নামল জনতার ঢল। প্রিয় সেনানায়ককে শেষ বিদায় জানানোর জন্য বহু মানুষের ভিড় যেন গণপ্লাবনে পরিণত হয়। শনিবার অশ্রুসিক্ত চোখে নিজেদের প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানায় সাধারণ মানুষ। জনপ্লাবন থেকে আওয়াজ ওঠে তোমার আত্মবলিদান ব্যর্থ হবে না। ইতিমধ্যেই তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা হয়েছে ইরানে। শনিবারের ভিড় থেকে আমেরিকা এবং ইজরায়েলকে ধ্বংস করারও অঙ্গীকার নেওয়া হয়। শেষ যাত্রাটি যখন সেন্ট্রাল বাগদাদের গ্রিনজোন দিয়ে আমেরিকা দূতাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক সঙ্গে অনেকগুলি রকেট ছোড়ার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। কোনও সংগঠন এর দায়ে শিকার করেনি। এদিকে শনিবার সকালে প্রয়াত জেনারেলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ইরানের রাষ্ট্রপতি।

রোকেয়া এবং বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের সূচনাপর্ব

গৌতম রায়

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উনিশ শতকের নবজাগরণের রেশ বহনকারী এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাংলার সামাজিক আন্দোলনে, বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে, তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যখন মুশলমান জনসমাজের ভেতর ধীরে ধীরে নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে আধুনিকতায়র দিকে ঝোঁক বাড়তে শুরু করে, মুসলমান সমাজের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বরা যখন আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞাপন শিক্ষাকে যাপন চিত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে বরণ করে নেন, সেই সময়কালে, বাংলার বাইরের অবস্থানকারী মুসলমান সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না।

মুসলিম জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান নারীশিক্ষার প্রশ্নে খুব একটা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় রাখেননি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রাত্য শিক্ষাকেই (অর্থাৎ, ধর্মীয় পরিমণ্ডলের শিক্ষাকেই প্রকারান্তে তিনি বছন্দ করে গিয়েছিলেন নারী সমাজের প্রেক্ষিতে) মুসমিল নারীসমাজ অধিক মনোযোগী হোক এবং সেই মনোযোগের দ্বারা তাঁরা তাঁদের পরিবারিক জীবনের সমৃদ্ধশালী করে তুলুন, এটাই ছিল স্যার সৈয়দ আহমেদের মানসিক চেতনাগত অবস্থান। মুসলিম পুরুষদের শিক্ষা নিয়ে আধুনিক ভাবনা ভাবলেও, মুসলিম নারীদের সেই আধুনিক শিক্ষার আওতায় আনতে তিনি আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন। না।

অপরপক্ষ উনিশ শতকের আধুনিকতার ধারায় অবগাহন করে, বাংলায় হিন্দু সমাজের ভেতরে যে আধুনিকতার বিকাশ এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ ধীরে ধীরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ কতখানি পেছনে দিকে টেনে ধরতে শুরু করেছিলেন তা অনেকেরই জানা। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের মধ্যভাগে, রোকেয়ার জন্মেরও আগে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে যে আধুনিকতার পতে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই পথকে কন্টকিত করতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ভূমিকা যথেষ্টই ছিল। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক চিন্তাধারা, ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা উত্যাদির প্রভাবে নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রথমে থেকেই সোচ্চার ছিল।

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৬২ কেশবচন্দ্র সেন নিজের পত্নীকে নিয়ে মহর্ষি বাসভবনের যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। সে যুগে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে কোনও ব্যক্তি তাঁর পত্নীকে নিয়ে যাবেন এটা ভাবতেই পারা যেত না।

কেশচন্দ্রের এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তকে ঘিরে যেমন তাঁর পরিবারের ভিতর থেকে তুমুল আপত্তি উঠল, তেমনই আপত্তি উঠল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকেও। নির্দিষ্ট দিনে কেশবচন্দ্র যখন তাঁর পত্নীকে নিয়ে মহর্ষির বাসভবনে লোকজনেরা কেশবচন্দ্রে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল।

কেশবচন্দ্র কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু সরলেন না। তিনি সপত্নীক মহর্ষির বাসভবনে গেলেন অভিষেক অনুষ্ঠানে। কিন্তু এর পরিণাম হলো খুব ভয়ঙ্কর। তিনি আর বাড়িতে ফিরে আসতে পারলেন না। তাঁকে দীর্ঘদিন মহর্ষির বাসভবনেই পত্নীকে নিয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল।

এই ঘটনাটিকে বাংলায় নারী আন্দোলনের সূচনা পর্ব হিসেবে আমরা যদি চিহ্নিত করি মনে হয়না খুব ভুল করব।

এই ধারাতেই ফরাসি মিশনারি দলের (ফ্রাঁসোঁয়া লাক্রোয়া শিনারী) এক কর্মীর কন্যা হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স ১৮২৬ সালের ১ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

কলকাতার জল, মাটি, আগুনে নিজের জীবন পরিব্যাপ্ত করে ১৮৫২ সালে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামে যে উপন্যাসটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তাকে নিঃসন্দেহে বাংলার প্রথম উপন্যাস বলে মর্যাদা দেওয়া যায়, যদিও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের, 'আলোলের ঘরের দুলালকে' প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন।

রোকেয়ার জীবন, কর্মকাণ্ড, সাহিত্যিক, সামাজিক আন্দোলন নারীর স্বধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

আন্দোলন, বিশেষ করে অবরোধের অন্তরাল থেকে নারীকে উন্মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন— এই সব প্রেক্ষিত বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাগে কলকাতা মহানগরী, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত হলেও, রোকেয়াকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভেতর চর্চা প্রায় নেই বললে চলে।

অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, গৌরী আইয়ুরের মতো ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বরা এই বঙ্গে রোকেয়া চর্চার পথিকৃত হলেও রোকেয়ার ভাব শিষ্যা বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল দেশভাগের পরবর্তী সময়কাল থেকেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে , রোকেয়ার জীবন ও কর্মের সম্যক চর্চা করে চলেছেন।

রোকেয়াকে ঘিরে এপার বাংলার চর্চার অপ্রতুলতার ভেতর চিন্তাবিদদের চেতনার সাম্প্রদায়িকতা কতখানি ভূমিকা পালন করে, তা নিয়ে বিতর্কে প্রবেশ না করেই রোকেয়ার কর্মকাণ্ড বিস্তারের আগে এবং তাঁর সমসাময়িক যুগে বাংলার মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে আধুনিক চিন্তা চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ নারীসমাজ, কীভাবে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, নারী জাতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, পুরুষের সাথে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার জন্য অত্যন্ত আধুনিক, সময়োপযোগী চিন্তাভাবনা করে গেছেন, সে সম্পর্কে লিখে গেছেন। সেই সব মনীষীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে এপার বাংলার কার্যত কোনও আলোচনাই হয় না। বস্তুত উনিশ শতকের ইতিহাস আলোচকেরা মুসলমান সমাজকে রক্ষণশীল দেখানোর একটা অদ্ভুত প্রবণতা থেকে নিজেদের আবদ্ধ রাখতেই বেশির বাগ ক্ষেত্রে ভালোবাসেন।

মুসলমান সমাজের ভেতর আধুনিকতার চর্চায় অভিজাত সমাজের মেয়েরা কী করে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তার পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার বিস্তারিত মফস্বলগুলির অনঅভিজাত পরিবারের মেয়েরা ও নিজের চেষ্টায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সঙ্গে পরিচিত হয়ে, প্রথাগত শিক্ষার আওতায় আসার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আধুনিকতার চর্চা করে গেছেন, নারীর জন্য বেশি অধিকার নয়, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের মতোই সমান অধিকার দাবি করে গেছেন তা নিয়ে এপার বাংলার ইতিহাসবিদদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই।

উনিশ শতকের প্রথমভাগে ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁও নামক একটি গ্রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তাঁর বাবার নাম ছিল আহমেদ আলি চৌধুরি। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। ফয়জুন্নেসা যখন মাত্র ছয় বছর বয়, তখন তাঁর পিতা আহমেদ আলি চৌধুরির জীবনাবসান ঘটে। স্বীমীর মৃত্যুর পর ফয়জুন্নেছার মা আফরান্নেছা জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

আফরান্নেছার পর তাঁর কন্যা ফয়জুন্নেসা স্বয়ং সে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত জমিদার গাজী চৌধুরির সঙ্গ যখন ফয়জুন্নেসার বিবাহ হয় অনুমান করা হয় তখন তাঁর বয়স ২৬ কিংবা ২৭ বছর। সে যুগের সামাজিক পরিবেশ অনুযয়ী বেশ খানিকটা বেশি বয়সেই ফয়জুন্নেসার বিবাহ হয়েছিল। তবে তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। ফয়জুন্নেসা তাঁর বিয়ের তিন চার বছর পরেই স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে নিজের জমিদারি দেখাশোনা এবং সাহিত্য সাধানায় মগ্ন হলেন, তা বলে স্বামীর প্রতি তার ভালবাসার, শ্রদ্ধায় কখনও দৈন্য দেখা দেয়নি। ১৮৭৩ সালে মুসলিম মেয়েদের জন্য কুমিল্লায় তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদের আলিগড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার আগে ফয়জুন্নেসার বাংলার প্রত্যন্ত কুমিল্ল জেলার এই মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা। এই দিকে থেকে বিচার করে ফয়জুন্নেচাকে ভারবর্ষের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূতের মর্যাদা দিতে হয় এবং অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবি করতে হয় যে, আলিগড় নয় এই বাংলার বুকেই মুসলিম নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল।

আত মানুষদের সেবার জন্য ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে ফয়জুন্নেসা জানেনা হাসপাতাল নামক একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। বহু মাদ্রাসা, মসজিদ, পষ্করিণী, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ করে ফয়জুন্নেসা প্রায় গোটা উনিশ শতক জুনে এই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড করে গিয়েছেন। তিনিই হলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের একমাত্র জমিদার যিনি সরাসরি ইংল্যান্ডের রানির কাছ থেকে 'নবাব' উপাধি লাভ করেছিলেন।

১৮৭৬ সালে 'রূপজালাল' নামক তাঁর গ্রন্থটি হল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একজন মুসলিম নারী রচিত প্রথম গ্রন্থ। নিজের জীবনের ঘটনাকে অবলম্বন করে উপন্যাসের চরিত্রে ভিতর দিয়ে ফয়জুন্নেসা মুসলিম নারীর স্বাধীকারের পক্ষে যে কথাগুলি বলে গেছেন, এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক দাঁড়িয়েও তা অত্যন্ত আধুনিক বলে মনে হয়। যুক্তির সাহায্যে সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করে ফয়জুন্নেসা তাঁর 'রূপজালাল' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আরবি, ফারসি, উর্দু হিন্দু, তুর্কি সংমিশ্রণে বহুত্ববাদী ভারতবর্ষ, সমন্বয়ী চেতনার ভারতবর্ষের এক অসামান্য উদাহরণ হল ফয়জুন্নেসা তাঁর 'রূপজালাল' গ্রন্থে কিন্ত তেমনভাবেই নায়িকার রূপের বর্ণনা দিয়েছিলেন। একজন মুসলিম নারী উনিশ শতকের মধ্যভাগের পটভূমিকায় অবস্থান করে, সেই শতাব্দী প্রায় শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে নারীর রূপ বর্ণনা করছেন, যখন মৌলবাদী চিন্তাচেতনার দ্বারা আবদ্ধ মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ নারীকে কেবলমাত্র অন্তঃপুরের বাসিন্দা করে রাখতে চান।

এই কার্যক্রমটি উনিশ শতকের গণ্ডি অতিক্রম করে, বিশ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক উথালপাতাল সময়ের আঙ্গিকের অভিজ্ঞানে স্নাত হয়, আমাজের দেশভাগের সময়কালে, সামগ্রিকভাবে মুসলমান নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক-মর্ধীয় পরিমণ্ডলের যেন একটি পূর্বাভাস দিচ্ছে।

১৮৮৭ সালে 'তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত নামক যে গ্রন্থটি ফয়জুন্নেসা রচনা করেছিলেন, তাকে শুধু বাঙালির মুসলমান নারী সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাই নয়, নারী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবাদের চিন্তা চেতনার প্রাথমিক বিত্তি হিসেবে সেটিকে চিহ্নিত করা যায়।

অনেক পরের সময় দেশভাগের কালে হিন্দু সমাজের নারীদের ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণা আর মুসলনমান সমাজের নারীদের ও ছিন্নমূল হওয়ার যে যন্ত্রণা, আত্মীয়ের (এখানে বৃহত্তর অর্থে আত্মীয় শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে । কেবল রক্তত সম্পর্কে নয়) পরবাসী হয়ে যাওয়ার ব্যথা, বন্ধুর পরবাসী হয়ে যাওয়ার ব্যথা, তার ভেতর দযিে যে বেদনার বুগোল প্রলম্বিত হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষতের মুখে যেন উর্বর প্রজননের বলি নিক্ষেপ করছে। ফয়জুন্নেসার এই 'তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন হরিমোহন বসাক নামে একজন ঢাকার মানুষ যিনি ধর্মীয় পরিচয়ে ছিলেন হিন্দু। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির এই সামাজিক বাতাবরণটি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসবিদদের একটি বড় অংশ, যাঁরা উনিশ শতক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা ভুলে থাকতে ভালোবাসেন।

তাই মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের লক্ষ্মিন্দরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বাঁ হাতে মনসা পুজোর মতো এক দুই লাইন রোকেয়ার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করলেও, রোকেয়ার আগে বা পরে, যে সমস্ত মহীয়সী বাঙালি নারী যাঁর জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন, তাঁদের ঐতিহাসিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক অবাদানগুলির কথা ভুলে থাকতেই ভালোবাসেন। ১৯০৩ সালে মহীয়সী ফয়জুন্নেসার জীবনাবসান ঘটে।

রোকেয়ার জন্মের ৩০ বছর আগে ১৮৫০ সালে শ্রীহট্ট জেলার কুয়ারপাড় এলাকয় স্থানীয় বিশিষ্ট জমিদার দেওয়ান আলি রেজার কন্যা ছহিফা বানু জন্নগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন ও সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা, বিস্তার নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি বহুত্ববাদী ভারতবর্ষের সমন্বয়ী চিন্তা চেতনার প্রবহমানতা চেহারাকে ধরে যে ধারাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা নিয়ে বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনের ভিতর যথেষ্ট আলাপ আলোচনা থাকতেও, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসবিদরা তাঁকে ঘিরে আজ পর্যন্ত সে অর্থে কোনও আলোচনাই করেননি।

ছহিফার পিতা ছিলেন কৌড়িয়া ও লক্ষণ ছিরির জমিদার। অভিজাত মুসলিম পরিবারের পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভেতর তেকেই, ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধর্মীয় শি৭ার পাশাপাশি, ছহিফা বানু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন বাংলার সমন্বয়ী সাধনা, মরিম চেতনার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হাসন রাজা। দাদার প্রভাব ছহিফার জীবনে যথেষ্ট গভীরভাবেই চাপ ফেলেছিল। প্রবণল ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন ছহিফা বানু। একাধিকবার হজ করে এসে আপন ব্যক্তিত্বের জোরে গোটা সন্নিহিত অঞ্চলে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধনী দরিদ্র, অভিজাত অনভিজাত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে 'হাজি বিবি' সম্বোধনে সম্বন্ধিত হতেন।

তাঁর স্বামী আবদুল ওয়াহেদ তাঁকে বহুত্ববাদী ভারতের সমন্বয়ী চেতনার ধারা প্রবাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সাহয্য করেছিলেন। স্বামীর সেই সহযোগিতাকে সম্বল করেই ছহিফা বানু বিংশ শতকের শুরুতে ১৯০৭ সালে রচনা করেছিলেন 'ছহিফার সংগীত' নামে এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। শ্রীহট্ট থেকে আবদুল জব্বার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

৪৮টি গান সম্বলিত এই গ্রন্থটি হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের চিন্তাচেতনার মানবিক ধারার এক অপূর্ব অনবদ্য সংকলন। মরমিয়া সাধনায় যে কোনও প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের ঠাঁই নেই, সম্প্রদায়গত বিভেদ নেইষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নেই, রয়েছে লিঙ্গ সাম্যের প্রতীক, উচ্চকণ্ঠে জয়গান হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানবিক চেতনার প্রতি এক গভীর অনুরাগ,। ছহিফা বানুর 'ছহিফার সংগীতে'র ভেতরতা অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক অবাদানের কথা আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেও, বৌদ্ধ সংস্কৃতির মানবিক চিন্তা চেতনা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ভিত্তি নির্মাণে, সম্প্রীতির পরিবেশ রচনাতে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করার ক্ষেত্রে, মৌলবাদী চেতনাকে মাতা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিষয়ে কি ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছে, সেগুলির পুররুদ্ধারের ক্ষেত্রে 'ছহিফা সংগীতে'র মাত্র ৪৮ টি গানের ভিতর দিয়ে যে সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস ছহিফা বানু রচনা করে গেছেন, তা নিয়ে কিন্তু এপার বাংলার ইতিহাসবিদরা নিশ্চুপ । নিঃসন্তান ছহিফা বানু দেবী সরস্বতীর বন্দনা ও রচনা করেছেন,। আবার কাওয়ালি সংগীত রচনা করেছেন। তেমনই তাঁর সৃষ্টির ভিতর সুফিতম থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর অসামান্য প্রভাব।

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব রচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবালীর যে গুরুত্ব দীনেশচন্দ্র সেন আরোপ করেছিলেন, তাকে খণ্ডন করেই বাংলার সমন্বয়ী সংস্কৃতি বিকাশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারক বাহক চর্যাপদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা প্রথম তুলে ধরেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অথচ চাঁরই প্রায় সমসাময়িক কালে, বাংলার প্রত্যন্ত শ্রীহট্ট জেলার এক অভিজাত মুসলমান পরিবারের রমণী ছহিফা বানু বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতির বিকাশের ধারাবাহিকতা কিভাবে সংগীতের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, তা আমাদের প্রায় অজানাই থেকে গেছে।

ছহিফা বানু 'ছহিফা সংগীত' এবং ইয়াদগারের ছনিফা' ছাড়াও আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান নিবন্ধকার বহু চেষ্টা করেও এই দু'টি গ্রন্থের কোনোরকম সন্ধান করে উঠতে পারেননি।

উর্দু হিন্দি বাংলা ভাষায় সমান পারদর্শী ছহিফা বানু ভাষার আন্তর্জাতিকতা, বহুত্ববাদী ও সমন্বয়ী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা হয়তো ভুলে থাকতেই ভালোবাসি। ১৯২৬ সালে এই মহীয়সী রমনী মৃত্যুবরণ করেন। ছহিফা বানুর সমন্বয়ী চেতনা দেশভাগের কালে শ্রীহট্ট অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সেখানকার মহিলা সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। বিভাজনের রাজনীতি ব্রিটিশের কৌশলে কিভাবে বিস্তার লাভ করে গ্রামবাংলার তা বোঝার জন্যেও ছহিফা কৃত অমর সৃষ্টির দিকে আমাদের নজরদেওয়া দরকার।

গ্রামবাংলায় যে উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে বিশ শতকের সূচনা পর্ব পর্যন্ত সমন্বয়ী চেতনাজনিত সম্প্রীতির ধারা অক্ষুন্ন ছিল, ছহিফার সৃষ্টিই তার প্রমাণ। বাঙালি মুসলমান নারী সমাজের মানসলোকে দেশভাগ বিচ্ছেদের বুগোল কিভাবে রচনা করেছিল, তার কালপর্ব এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের আধুনিকতা, বিশেষ করে রোকেয়ার কালকে অনুধাবনে রেখে নারী মুক্তি, নারী শিক্ষার প্রাঙ্গণে প্রসারণের প্রেক্ষিতে ছহিফা বানুর মতো অনালোচিত ব্যক্তিত্বদের ঘির আঘুনিক মননশীলতার সঙ্গে নতুন করে ভাবা একান্ত জরুরি।

রোকেয়ার কর্মকণ্ড বাঙালির সামাজিক জীবনে পরিব্যাপ্ত হওয়ার আগে মুসলমান সমাজের যে সমস্ত অগ্রহণ্য নারীরা সামাজিক প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই অভিজাত পরিবারের মানুষ ছিলেন—এমনটা ধারণা করা কিন্তু ভুল। রোকেয়ার জন্মের কিছুকাল আগে ১৯৬৪ সালে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জলার বসিরহাট মহকুমার জালালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আজিজন্নেসা খাতুন নামক এ প্রাতঃস্মরণীয় নারী। তাঁর পিচা মীর চাঁদ আলি পেশায় ছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের একজন কর্মচারী। মীর চাঁদ আলির আদি নিবাস ছিল নদিয়া জেলার গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে। **চলবে**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে পিইউএস এর মাধ্যমে গ্রাহক পরিষেবা। ছবি- নিজস্ব।

ফোনে প্রতারিত সঙ্গীত শিল্পী,খোয়া গেল ৬৪ হাজার টাকা

কলকাতা,৫ জানুয়ারি (হি.স.):এবার প্রতরণার শিকার বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী উ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী পন্ডিত শান্তনু ভট্টাচার্য প্রতারিত হলেন ফোন মারফত উ ১০ টাকার ট্রানজাকশন করে ৬৪ হাজার টাকা খোয়ালেন সঙ্গীত শিল্পী।

আনন্দপুর এলাকায় এই ঘটনার শিকার হয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী শান্তনু ভট্টাচার্যউ পেটিএম অ্যাকাউন্ট ব্লক হওয়ার কথা বলে ফোন আসে ওই শিল্পীর কাছে। এরপর একটি নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয় শান্তনুবাবুকে। ডাউনলোড করতে বলা হয় একটি অ্যাপও। এরপরই কখন ৫ টাকার ট্রানজাকশন আবার কখনও ১০ টাকার ট্রানজাকশন করতে বলা হয় ওই ব্যক্তিকে। এরপরই খোয়া যায় ৬৪ হাজার টাকা। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে অভিযোগ জানিয়েছেন শান্তনু ভট্টাচার্যউ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এর নেপথ্যে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের একটি গ্যাংউ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এই বিষয়ে শান্তনুবাবু জানান , ক'দিন আগেই বাড়িতে এসে কেওয়াইসির কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছে পেটিএম-এর লোকেরাউ এরপরও একটি নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়উ করাতেই খোয়া যায় ৬৪ হাজার টাকা।

গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে ট্রেনে মৃত্যু তীর্থযাত্রীর

নামখানা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে ট্রেনে মৃত্যু এক মহিলা তীর্থযাত্রীর। নাম সারজ শর্মা। ৮০ বছরের ওই বৃদ্ধার বাড়ি রাজস্থানের দৌলতপুর এলাকায়।

মৃতার পরিবারের লোক জানায় গত ৩ জানুয়ারি দৌলতপুর থেকে ২৬ জনের একটি দল গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে বেরোয়।৪ জানুয়ারি হাওড়া স্টেশন হয়ে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামখানা লোকাল ট্রেন ধরে। বিকাল ৫টা নাগাদ ওই ট্রেন বারুইপুর স্টেশন পেরোলেই অসুস্থ হতে থাকেন দলের অন্যতম সদস্য সারজ শর্মা। ভিড় ট্রেনের মধ্যে অল্পক্ষণেই জ্ঞান হারান ৮০ বছরের ওই বৃদ্ধা। এরপর দক্ষিণ বারাসত রেল স্টেশনে অচৈতন্য সারজ শর্মাকে নিয়ে নেমে পড়ে তার পরিবারের লোকজন। সাথে সাথে রেলকর্মী ও অন্যান্য রেল যাত্রীর সাহায্যে পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শনিবার রাতেই সেখানেই চিকিৎসকরা জানান তার মৃত্যু হয়েছে।খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় জয়নগর এর বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এবং জেলা পরিষদের সদস্য খান জিয়াউল হক ও জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা। মৃতার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে খবর দেওয়া এবং দ্রুত ময়নাতদন্ত করিয়ে মৃতদেহ বাড়িতে পাঠানোর ব্যাবস্থার পাশাপাশি রাজস্থান থেকে আসা ২৫ জন তীর্থ যাত্রীর রাতে থাকা খাওয়ার ও ব্যবস্থা করেন তারা। অপরদিকে রেল যাত্রী সারজ শর্মার ঠিক কিভাবে মৃত্যু হলো সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

বসিরহাটে নাগরিক সংশোধনী আইনের সমর্থনে প্রচারে বিজেপি

বসিরহাট, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : রবিবার বসিরহাটে নাগরিক সংশোধনী আইনের সমর্থনে প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করে বসিরহাট জেলা বিজেপি। বিজেপির প্রচার কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে মানুষের মধ্যে থেকে ভীতি কাটাতে এই প্রচার কর্মসূচী বলে দাবি বিজেপি নেতাদের।

সিএএ এর বিরোধিতায় যখন এককাট্টা বিরোধীরা তখন নাগরিক সংশোধনী আইনের সমর্থনে প্রচারে নামল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার বসিরহাটে প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে। এদিন এই কর্মসূচির দায়িত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য।

রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার পার্টি অফিস টাউন হল সংলগ্ন নম্বর ওয়ার্ডের থেকে প্রচার শুরু করেন শমীক ভট্টাচার্য। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে নাগরিক সংশোধনী আইনের সুফল বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। নাগরিক সংশোধনী আইন সম্পর্কে কোন রকম অপপ্রচারে যাতে কান না দেয় সেদিকে নজর দিতে দলের পক্ষ থেকে ছাপানো হ্যান্ডবিল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করেন শমীক ভট্টাচার্য। নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে মানুষের মধ্যে থেকে ভীতি কাটাতে এই প্রচার কর্মসূচী বলে দাবি বিজেপি নেতাদের।

এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে শমীক ভট্টাচার্য সঙ্গে দেখা যায় বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নব নির্বাচিত জেলা সভাপতি তারক ঘোষ, জোনাল পর্যবেক্ষক দেবাশীষ বসু, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজেপির প্রদীপ রায় ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন দেবনাথ বসিরহাটের স্থানীয় বিজেপি নেতাদের।

অনুপম হাজরার বিরুদ্ধে মারধোরের অভিযোগ, অস্বীকার বিজেপি নেতার

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে মারধোরের অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার বিরুদ্ধে উ শনিবার হোচিমিন সরণির এক পানশালায় হাতাহাতির অভিযোগ উঠল অনুপম হাজরার বিরুদ্ধে উ ইতিমধ্যেই অনুপম হাজরার বিরুদ্ধে শেক্সপিয়র সরণি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছেউ তবে, রবিবার ফেসবুক লাইভ করে অনুপম হাজরার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন তিনি।

শনিবার রাতে হো চি মিন সরণির একটি পানশালায় যান বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা ও তাঁর বান্ধবী উ এই সময় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কসবার এক বাসিন্দা জানতে পারেন ওই পানশালাতেই এসেছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা উ তাঁর সঙ্গে সেলফি তোলেন ওই ব্যক্তি উ অভিযোগকারী ওই ব্যক্তির দাবি এরপরই শুরু হয় বচসা। কেন ছবি তোলা হয়েছে তা নিয়েই অনুপম হাজরা ঝামেলা শুরু করে দেন বলে অভিযোগ ওই ব্যক্তির উ ঘটনার প্রতিবাদ করার পর বিজেপি নেতার সঙ্গে হেনস্থায় যুক্ত হন তাঁর দেহরক্ষীরাও। এমনটাই দাবি অভিযোগকারীরউ তাঁকে ও তাঁর বান্ধবীকেও অশ্লীল মন্তব্য ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উ এরপরই রবিবার সকালে ওই অভিযোগকারী শেক্সপিয়র সরণি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অনুপম হাজরার বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা উ রবিবার ফেসবুক লাইভ করে অনুপম হাজরা বলেন, 'কয়েজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম পানশালায় উ মদ্যপ এক ব্যক্তি বারে বারে আমার কাছে আসার চেষ্টা করছিলেন উ আমরা রক্ষীরা বাধা দেওয়ায় চেঁচিয়ে ওই ব্যক্তিই আমার সঙ্গে সেলফি তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন উ তখন আমি তাঁকে কাছে ডেকে সেলফি তুলি । এর কিছুক্ষণ পর আমার দেহরক্ষীরা দেখতে পান পানশালার ওই ব্যক্তি নানা দিক থেকে আমার ভিডিও তুলে অন্য কাউকে পাঠাচ্ছে। নিষেধ করা হলেও শোনেননি। এরপর ওই মদ্যপ ব্যক্তিকে পানশালা থেকে বের করে দেওয়া হয়"।

বর্ধমান কাণ্ডে একজনের মৃত্যু

বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : বর্ধমান স্টেশনের একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃতের নাম এখনও জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে তার বয়স ৩২ থেকে ৩৫ মধ্যে। এদিন স্টেশন চত্বরে যে ভবনটি একাংশ ভেঙে এই বিপত্তি, তার বাকি অংশ যাতে না ধসে পড়ে সেই জন্য সিসি ক্লিপ পদ্ধতিতে পিলার পাশে লোকার ব্লক বসানো হচ্ছে। ভবনটিকে ঠেকনা দেওয়ার কাজ করবে এই ব্লক। স্থপতিবিদদের মতে স্টেশন চত্বরে প্রবেশ পথের মুখে থাকা ভবনটির একাংশ ভেঙে যাওয়ার ফলে পুরো ভবনটার ভারসাম্য হারিয়ে ভেঙে পড়তে পারে। অন্যদিকে এই ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাওড়ার ডিআরএম। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য স্টেশনের এক ও দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে স্টেশনের অনুসন্ধান অফিসের সামনে পোর্টিকোয় মুরাল তৈরির হচ্ছিল। শনিবার রাত ৮টা ১৫ থেকে ৮টা ২০মিনিটের মধ্যে স্টেশনের অনুসন্ধান অফিসের সামনে প্রবেশ পথে মুখে থাকা ভবনের একাংশ ভেঙে পড়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে বছরের শুরুতেই ফের প্রশ্নের মুখে রেলের যাত্রী নিরাপত্তা। ব্যস্ত সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বর্ধমান স্টেশনের একাংশ। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গভীর রাতে সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়েছে পুলিশ, জিআরপি, আরপিএফ, দমকল এবং রেলের শীর্ষ আধিকারিকেরা। স্থানীয়দের দাবি যে অংশটি ভেঙে পড়েছে সেটি যথেষ্ট পুরনো ছিল।

অ্যাসিড হামলার শিকার বীরভূমের গৃহবধূর, চলছে চিকিৎসা

মল্লারপুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): বীরভূমের গৃহবধূর ওপর অ্যাসিড হামলা উ শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে বীরভূমের মল্লারপুর থানার বিশিয়া জমুনি গ্রামে। রামপুরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে রোশনি বিবি নামের ওই গৃহবধূর উ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাত ১২টা নাগাদ রোশনি তাঁর নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন হঠাৎ কেউ তাঁর মুখে এক গ্লাস অ্যাসিড ঢেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা সেখানে এসে তাঁকে রামপুরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। অ্যাসিড হামলার ঠিক আগেই তাঁর ঘরের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

নির্যাতিতার পরিবারে দাবি, কাছেরই কেউ এই অ্যাসিড হামলা করেছে কারণ বাইরের কেউ যদি হামলা চালাও তাহলে বাইরে থেকে অ্যাসিড ছুড়ে ফেলা হত, কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গ্লাসে করে তাঁর মুখে ঘুমন্ত অবস্থায় অ্যাসিড দেওয়া হয়। কে বা কারা এই অ্যাসিড হামলা করেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মরিগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, হত পাঁচ, জখম এক

মরিগাঁও (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন পাঁচ পথচারী। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। ঘটনা রবিবার সকালে মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার মৈরাবাড়িতে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালে মরিগাঁও থেকে মৈরাবাড়ি বাজারের উদ্দেশে যাচ্ছিল এএস ০২ ই ৬২৬৬ নম্বরের একটি ট্রাক। ওই রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে বাজারে যাচ্ছিলেন কয়েকজন। কিন্তু আচমকা দুরন্ত ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক এক করে ছয়জনকে পিষে যায়। ঘটনাস্থলে তিন পথচারীর মৃত্যু হয়। বাকিদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা নিয়ে যান হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে আরও দুজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্য একজনের অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে রেফার করা হয়েছে। তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, জানা গেছে পুলিশ সূত্রের খবরে।

মৃতদের জনৈক উসমান আলি, ওয়াহিদুর রহমান, মজিবুর রহমান, নেকিবুর রহমান এবং জয়নাল আবেদিন বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। এদিকে দুর্ঘটনা সংগঠিত করে ঘাতক ট্রাক নিয়ে ফেরার হয়ে গিয়েছিল চালক। কিন্তু স্থানীয়রা পিছু ধাওয়া করে ট্রাক-সহ তার চালককে আটক করেছেন। তাকে বেধড়ক গণধলাই দেওয়া হয়েছে। পুলিশ উন্মত্ত জনতার হাত থেকে চালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে নিহতদের বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ দিয়ে মৃতদেহ পাঁচটি নগাঁও সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে মরিগাঁও থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মোদী সরকারের কাজ তুলে ধরুন, আর্জি জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবে বিজেপি বলে জানিয়েছেন জগত প্রকাশ নাড্ডা। দিল্লিকে রাহুমুক্ত করার ডাক দিয়ে তাঁর দাবি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মোদী সরকারের কাজ ও সামাজিক উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরুণ।

রবিবার রাজধানী দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে দলের বুথস্তরের কার্যকর্তাদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, গোটা বিজেপিই একমাত্র দল যাদের কাছে বৃহদ সংখ্যায় নিষ্ঠাবান, অনুগত কার্যকর্তা রয়েছে। এই কার্যকর্তাদের উপর ভর করে দিল্লিতে ফের ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। নাড্ডার আশা প্রকাশ করেছেন যে যাদের কাছে এমন কার্যকর্তা রয়েছে তাদের জয় নিশ্চিত।

এদিন তিনি বলেন, গোটা দেশে ২৩০০ রাজনৈতিক দল রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ৫০০টি দলকে মান্যতা দিয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি আঞ্চলিক এবং সাতটি জাতীয় দল রয়েছে। এর মধ্যে বিজেপিই একমাত্র দল যেটি পরিবারতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই দল গড়ে উঠেছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশির ভাগ দল পরিবারতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

রাজনীতির মাধ্যমে সমাজের সেবা বিজেপিই করে। নীতি ও নিয়ম দুইটো বিজেপির রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের নেতৃত্বও রয়েছে দলের।

কেজরিওয়াল সরকারকে নেতিবাচক শক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর দাবি পরিবেশ দূষণ থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারতকে কার্যকর না করার জন্য কেজরিওয়াল সরকারকে কটাক্ষ করেছেন তিনি। দিল্লির ভাগ্য ও ছবি বদলানোর জন্য দলের নেতাদের প্রতিটি নাগরিকদের বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দেন নাড্ডা।

চারদিন পর উদ্ধার দেহ ৮০০ টাকার লোভে খুন যুবক, অভিযোগ পরিবারের

কলকাতা,৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বর্ষবরণের রাতে আনন্দ করতে বেরোলেও নতুন বছরে আর ফেরা হল না ঘরে বছর ১৯—র যুবকের। চারদিন পর আজ রবিবার বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন দমদমের প্রমোদনগরে ভ্যাট থেকে উদ্ধার হয় পল্লব হাজারি নামক যুবকের দেহউ ঘটনার তদন্তে দমদম থানার পুলিশ।

বর্ষবরণের রাতে বিশাল যাদব ও জিতু নায়েক নামে দুই বন্ধুর সাথে পিকনিক করতে বেরোন পল্লব। রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে যায় তবুও ঘরে ফেরেনা ছেলে। বারবার ফোন করেও মেলেনি ওই যুবকের ফোন। এরপরই ১ জানুয়ারি পুলিশের কাছে ডায়েরি করেন মৃত ওই তরুণের মা। এরপরই তদন্তে নামে দমদম থানার পুলিশ। রবিবার দমদমের প্রমোদনগর এলাকা থেকে ওই তরুণের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই বিশাল ও জিতু নাম ওই দুই বন্ধুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বর্ষবরণের রাতেই বিশাল যাদব ও জিতু নায়েক নামে দুই বন্ধু ইট দিয়ে বুকে আঘাত করে খুন করে পল্লবকে। মৃতদেহ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কীভাবে খুন করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপশি ওই যুবককে মৃত্যুর পিছনে কি কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।তরুণকে কীভাবে বা কোথায় খুন করা হয়েছে, প্রমাণ লোপাটের জন্যই সেটি প্রমোদনগরের ভাগাড়ে এনে ফেলা হয়েছিল কি না, এসব জানতে চাওয়া হচ্ছে। তবে তরুণের মোবাইল ফোনটি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।সেই খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

এই বিষয়ে মৃতের মা জানিয়েছেন 'ও আমার একমাত্র ছেলেউ আমার সবকিছু কেড়ে নেওয়া হলউ ৮০০ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ও। সেই টাকার জন্যই ওকে খুন করা হয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তিরও হোক।

কেনিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা, দায় স্বীকার করল জঙ্গি গোষ্ঠী আল-শাবাব

নাইরোবি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কেনিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা উ রবিবার কেনিয়ার লামু কাউন্টির ওই ঘাঁটিতে কেনিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলা চালান হয় উ ওই হামলা চালানোর দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আল-শাবাব। সামরিক ঘাঁটি নিরাপদ রয়েছে জানিয়ে কেনিয়ার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে চারজন সন্ত্রাসবাদিকে খতম করা হয়েছে।

ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার ঘটনায় চলমান উত্তেজনার মধ্যে কেনিয়ায় একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। রবিবার কেনিয়ার লামু কাউন্টির ওই ঘাঁটিতে কেনিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলা চালান হয় উ ওই হামলা চালানোর দায় স্বীকার করেছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-শাবাব।

এ বিষয়ে আফ্রিকায় মার্কিন কমান্ডের এক কর্তা বিবৃতি দিয়ে জানান, কেনিয়ার মান্দার সামরিক ঘাঁটিতে হামলার বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। তবে প্রকৃত ঘটনা জেনে এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

এদিকে, এক বিবৃতিতে কেনিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, রবিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক ভোর ৫টা নাগাদ মান্দা সামরিক ঘাঁটির নিরাপত্তা ভেঙে হামলার চেষ্টা করে জঙ্গিরা উ তবে সেটি যথাযথভাবে প্রতিহত করা হয় এবং সামরিক ঘাঁটি নিরাপদ রয়েছে। কেনিয়ার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে চারজন সন্ত্রাসবাদিকে খতম করা হয়েছে। তবে কেনিয়ার ওই সামরিক ঘাঁটিতে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে তা খোলাসা করেনি কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে সেখানে ঠিক কতজন মার্কিন কর্মকর্তা অবস্থান করছিলেন সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

ওই হামলা চালানোর দায় স্বীকার করেছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-শাবাব। আল-শাবাব দাবি করে, কেনিয়ার লামু কাউন্টির 'ক্যাম্প সিস্বা'য় আমাদের যোদ্ধারা দুর্ধর্ষ অভিযান চালায়।

ঝাড়খণ্ড টিপিসির শীর্ষ কমান্ডারসহ ৫ জন নকশাল গ্রেফতার

লাতেহার, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : লাতেহর জেলার বালুমাথ থানা এলাকায় পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে একটি অভিযান চালিয়ে টিপিসির পাঁচজন নকশালবাদীকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার প্রশান্ত আনন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের মধ্যে চত্রার টিপিসির সাব জোনাল কমান্ডার কার্তিক ওরফে বিজয় গঞ্জু সহ স্কোয়াড সদস্য জগেশ্বর গঞ্জু, বালুমাথ থানা এলাকার বাসিন্দা, রঞ্জিত গাঞ্জু, রূপলাল গাঞ্জু এবং পাপ্পু গঞ্জু। পুলিশ তাদের কাছ থেকে দুটি কার্বাইন, সাতটি রাইফেল এবং একটি আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং ৪২৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, পুলিশ টিপিসি জঙ্গিদের বালুমাথ থানা এলাকার বনাঞ্চলে সক্রিয় দেখা গেছে এবং একটি বড় ঘটনা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে খবর পেয়েছিল। খবর পেয়ে এএসপি বিপুল পান্ডের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুলিশ দল বালুমাথ থানা এলাকার জঙ্গলে পৌঁছায়। পুলিশকে দেখে তারা পালাতে শুরু করলেও তাদের ঘিরে ফেলা হয়। তাদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

রবিবার শহর কলকাতার বুকে পুরনো গাড়ির মিছিল

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শীতের রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার বুকে পুরনো গাড়ির মিছিল আজ দেখবে শহরবাসী। অভিনব এই উদ্যোগ নিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (এএইআই)।৫০ কিমি দীর্ঘ এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করবে মোট ৬০ টি প্রাচীন গাড়ি।

মেট্রোপলিটন ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের জায়গায় ফিরে আসবে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন গাড়িপ্রেমীদের পাশাপাশি পুরনো কলকাতার ইতিহাস ঐতিহ্যে আগ্রহী যে কারও কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এটিউ বাদিকে স্টিয়ারিং, এমন একাধিক গাড়ি থাকবে। গাড়ি থাকবে জানানো হয়েছে ১৯৫০ সালের ক্যারিলাক, ১৯৪৯-এর বুইক, ১৯৩২-এর ফোর্ড (ডিলাক্স ফিটন), ১৯৩০-এর জাগুয়ার, ১৯৪৭-এর শেভ্রলে, ১৯৫০-এর আমেরিকান কিংসওয়ে, এডলার জার্মান কার, ১৯৩০-এর মার্সিডিজ প্রভৃতি আকর্ষণীয় মডেল অংশ নেবে।

কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রিটে থাকাকালীন যে গাড়ি ব্যবহার করতেন সেটি চালু অবস্থায় দেখানো সম্ভব হবেউ আগ্রহী দর্শকদের কাছে অন্যমাত্রা তৈরি করেছে এই 'ভিন্টেজ কার র‍্যা লি'। ১৯০৬ থেকে ১৯৬৪ সালের প্রায় ৬০ টি গাড়ি র‍্যা লি করবে শহরের রাস্তায় এই র‍্যা লিতে থাকবে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত গাড়িও। সবচেয়ে পুরনো গাড়ি হল ১৯০৬ সালের। গাড়িটির চাকা কাঠ দিয়ে তৈরি।

সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেস, দাবি ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা।

রবিবার থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গোটা দেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারাভিযান শুরু করেছে বিজেপি। রবিবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অযথা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেসের সদস্যরা। এই আইনের ফলে একজন মুসলমানেরও উপর কোন প্রভাব পড়বে না। তিনি আরও জানিয়েছেন যে আগের প্রায় সব প্রধানমন্ত্রী আইনটির পক্ষে ছিল। কিন্তু এখন কংগ্রেস বিষয়টি নিয়ে অযথা জটিলতা তৈরি করছে। সেই কারণের প্রতিটি মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে বিজেপির এই উদ্যোগ।

উল্লেখ করা যেতে পার সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা নুসরতের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): আজ ৬৫তে পা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে টুইটারে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন তারকা সাংসদ নুসরত জাহান জৈন। ৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের জন্মদিন। টুইটারে টুইট করে নুসরত লিখেছেন, 'উনি একজন তুখোড় নেত্রী, একজন অনুপ্রেরণা। আমার মায়ের মত একজন অভিভাবক উ আমার প্রিয় দিদিকে শুভ জন্মদিন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি উনি সবসময় সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।" শুধু শুভেচ্ছা বার্তাই নয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তারকা সাংসদের একটি ছবিও পোস্ট করেছেন নুসরত।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ব্যথা জন্য সহজ ১০টি টিপস

আর্থ্রাইটিস বা বাতের ব্যথার সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। একটু বয়স হলেই আমাদের চারপাশের অনেকেই এই সমস্যায় বুগে থাকেন। এই রোগ হলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তাছাড়া বেশ কষ্ট পোহাতে হয়। অথচ কয়েকটি সহজ টিপস অনুসরণ করেই বাতের ব্যতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর আজকে বাতের ব্যথা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ১০টি পরামর্শ দিয়েছে। চলুন কয়টি টিপস জেনে নিই— মেরুদন্ড ও ঘাড় নিচু করে কোনো কাজ করবেন না। বিছানায় শোয়া ও উঠার সময় যে কোন একদিকে কাত হয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে শোবেন ও উঠবেন। ব্যথার জায়গায় নির্দিষ্ট সময় ধরে গরম বা ঠান্ডা ভাপ দিন। সময়টা ১০থেকে ১৫ মিনিট হলে ভালো হয়। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। প্রয়োজনে এক ঘন্টা পর পর অবস্থান বদালাবেন। নিচু জিনিস যেমন— পিঁড়া, মোড়া বা ফ্লোরে না বসে চেয়ারে বসতে হবে। বসার সময় পিঠ ঠেস না দিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে বসবেন। নরম ফোম ও জাজিমে শোয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

এর বদলে উঁচু শক্ত ও সমান বিছানায় শোবেন। মাথায় বা হাতে ভারী ওজন বা বোঝা বহন এড়িয়ে চলতে হবে। দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে রান্না করা যাবে না। চিকিৎসকের নির্দেশমত নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। তবে ব্যথা বেড়ে গেলে ব্যায়াম বন্ধ রাখবেন। শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন।

পেট ভরে খাওয়া নিষেধ। অল্প অল্প করে বার বার খাবেন। প্রতিবার খাবারের আগে কিছুটা জল পান করে নিন। হাই হিল যুক্ত জুতা ব্যবহার করবেন না। নরম জুতা ব্যবহার করবেন। ব্যথা তীব্র হলে উঁচু কমোড বসে টয়লেট করুন। ব্যথা বেশি অনুভূত হলে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকুন।

যে উপাদান কখনো চেহারায় মাখবেন না

সুন্দর ত্বক সবারই কাম্য। এ জন্য অনেকেই ত্বকে নানা কিছু মাখেন। কসমেটিক থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক উপাদান সবকিছুই থাকে এর মধ্যে। তবে কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলোর ব্যবহারে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। আর এগুলো ব্যবহার করা একেবারেই ঠিক নয়।

ভ্যাসলিন—

ভ্যাসলিন সারা বিশ্বেই ত্বক আর্দ্র করার একটি উৎকৃষ্ট উপাদান। এটি শুষ্ক ত্বক প্রতিরোধে উপকারী। বিভিন্ন কাঁটাছাড়া বা পোকামাকড়ের কামড়ে এটি ব্যবহার করা যায়। তবে ব্রণ হলে কখনোই ভ্যাসলিন মুখে লাগাবেন না। কারণ, এটি ব্রণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

বডি লোশন—

বডি লোশন তৈরি করা হয় শরীরের জন্য মুখেরজন্য নয়। শরীরের ত্বক মুখের ত্বকের তুলনায় পুরু হয়। আর বডি লোশনকেও সে অনুযায়ী তৈরি করা হয়।

গরম জল—

গরম জলে স্নান বা বাষ্পে স্নান অনেকেরই পছন্দ হতে পারে। তবে গরম জল মুখের ত্বকে লাগানো ঠিক নয়। এটি মুখের ত্বককে শুষ্ক করে তুলে।

টুথপেস্ট—

অনেকেই ব্রণ শুকিয়ে ফেলার জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করেন। তবে এ কাজ কখনো করতে যাবেন না। টুথপেস্ট মুখের ত্বকে অস্বস্তি বাড়ায় এবং জটিল সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন কেমিক্যাল বার্ন, স্কার্স ইত্যাদি।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড—

এই শক্তিশালী উপাদানটি কেটে গেলে ও পুড়ে গেলে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে কাজ করে। তবে এটি ব্রণের চিকিৎসায় কখনোই ভালো উপাদান নয়। এটি প্রদাহ ও অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে।

লেবু—

লেবুর অনেক স্বাস্থ্যকর গুণ রয়েছে। তবে এটি মুখের ত্বকের পিএইচের .ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই এটি ত্বকে ব্যবহার করবেন না।

বেকিং সোডা—

অনেকেই ভাবেন, বেকিং সোডার ব্যবহার ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে ভালো। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এরব্যবহারে ত্বকের ক্ষতি হয় এবং ত্বকের আর্দ্রতা নষ্ট হয়। তাই মুখে বেকিং সোডা ব্যবহার না করার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা।

চিনি—

অনেকে ত্বকের মৃতকোষ দূর করার জন্য চিনি ব্যবহার করেন। তবে এটি লাভের বদলে ক্ষতি বেশি করে। এটি ত্বকের নমনীয়তা কমিয়ে দেয়। তাই মুখে এই উপাদান ব্যবহার থেকেও বিরত থাকুন। আর খুব প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বন্ধুদের জন্য নববর্ষের কিছু মজাদার সুখাদ্যে খাবার

আমাদের ছেলেবেলায় আমরা বৈশাখ মাসে বলতে অনেক মজাদার খাবার। কেউ ইংরেজি অনুকরণে পয়লা বৈশাখ বললে গুরুজনেরা তাকে সংশোধন করে শেখাতেন 'শুভ বৈশাখ' বা শুভ নববর্ষ বলতে বৈশাখ মাসের প্রত্যেক দিনটিতে ধুমধাম করে নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল হালখাতার উৎসব। ফলে সাধারণ মানুষের আয় নির্ভরশীল ছিল শস্যের ফলনের ওপর। নিয়মিত মাসিক আয় না থাকায় তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রয় করতেন বাকিতে। নতুন বছর শুরু হবার আগেই ছোট, বড় সব ব্যবসায়ীই তাঁদের সারা বছরের পাওনাগন্ডা মিটিয়ে নিতেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক লেনদেনের প্রথা। বৈশাখের প্রথম দিনটিতে দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে লাল শালু দিয়ে মোড়া বিরাট খেরোর খাতায় ব্যবসায়ী বছরের প্রথম হিসাবটি লিখতেন। এই খেরোর খাতাই হালখাতা নামে পরিচিত ছিল।

হালখাতা উৎসব উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীরা তাঁদের গ্রাহকদের আমন্ত্রণপত্র পাঠাতেন যাতে তাঁরা শুভ বৈশাখের প্রথম দিনটিতে তাঁর প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হন। ছেলে বেলায় আমরাও বড়দের হাত ধরে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতাম। আকর্ষণ মিষ্টান্নের।

নববর্ষতেও, নতুন কাপড় পরার চল ছিল। আর ছিল আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করে খাওয়া দাওয়া, আমোদ আহ্লাদ করার চল।

কিন্তু রান্নার বিষয়ে তাঁর অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তাঁর একটি লম্বা, মুদির খাতার মতো দেখতে হাতে লেখা রান্নার খাতা ছিল। নেমন্তন্ন বাড়িতে কিংবা যে রান্নাই তাঁর ভালো লাগত, তখনই সেটি কী করে রাঁধা হয়েছে জেনে নিয়ে সুন্দর করে লিখে রাখতেন। নানা সময়েই সেই খাতার রান্না কত ছোট বড় মানুষের মনে আনন্দ জুগিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় বাঙালিদের কিন্তু হোটেল রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবার খুব একটা চলছিল না। নববর্ষের দিনগুলিতে বাড়িতেই আত্মীয়স্বজনের আমন্ত্রণ থাকত। দেখতাম সারাদিন ধরে মা, ঠাকুমারা কীভাবে একের পর এক অপূর্ব সব পদ মনের আনন্দে রান্না করে যাচ্ছেন। ভ্যাপসা, প্রায় দম আটকানো রান্নাঘরে মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁরা যেসব পদ রান্না করতেন, স্বাদে, গুণে তা ছিল এক কথায় অতুলনীয়। আসলে বাঙালির এই রান্নাঘরেই ছিল হেঁসেলের সম্রাজ্ঞীর মুক্ত আকাশ।

পালটেছে সময়। বদলে গেছে পরিবারের কাঠামো। আর তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে মা, দিদিমার হাতে রাঁধা মনোহরা সব পদ। আজকের ইঁদুর দৌড়ের যুগে, স্বামী, স্ত্রীর ছোট সংসারে বাঙালি বাড়ির হেঁশেলে পরিণত হয়েছে 'কিচেনে'। নানা প্রযুক্তির ভিড়ে বাঙালির রান্নাঘরে আজ ব্রাত্য হয়ে গেছে মোচা, থোড়ের ঘন্ট, এঁচোড়ের ডালনা, চিতল মাছের মুইঠ্যা। তাই নববর্ষের দিনটিতে আজকের বাঙালি বাবু, বিবিরা ছোটেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাঁচতারার হোটেলের দিকে। সেখানে মাটির পাত্রে কলাপাতার উপরে পরিবেশিত বাংলা রান্না খেয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। মা, দিদিমার কথা তাঁদের মনেও পড়ে না। সেইসব মন খারাপ করা হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা মনে করে আজকের আধুনিক জেট যুগের বাঙালি নারীর জন্য পেশ করলাম কয়েকটি সহজ সাবেকি নববর্ষের রন্ধনপ্রণালী।

মোচা ভাপা

উপকরণ ঃ মোচা ১টি (মাঝারি মাপের), সরষে বাটা ৫ চা চামচ, পোস্ত বাটা ৩ চা চামচ, নারকেল অর্ধেক বাটা, সরষের তেল, কাঁচা লংকা ২-৩টি, নুন স্বাদ মতো।

পদ্ধতি ঃ মোচা কেটে বেছে ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরিয়ে ভালো করে চটকে নিন। তেল মাখিয়ে সব মশলা এবং নারকেল সুদ্ধ মোচা একটি কৌটোয় ভরে প্রেশারে দিন। কুকারে জল দিয়ে দুটো সিটি বাজা পর্যন্ত রেখে দিন। তারপর আঁচা বন্ধ করে সব স্টিম বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মোচার পাতুরি

উপকরণ ঃ মোচা ৫০০ গ্রাম, সরষে বাটা ২ চা চামচ, পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো আধ চা চামচ, লংকা গুড়ো চার ভাগে এক ভাগ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৮-১০টি, কলাপাতা, সরষের তেল ১৩০ গ্রাম, নুন স্বাদ অনুযায়ী।

পদ্ধতি ঃ মোচা কেটে বেছে ধুয়ে হলুদ জলে আধ ঘন্টাখানেক রেখে সেদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা হলে জল ঝরিয়ে ভালো করে চটকে নিন। এতে সরষে, পোস্ত, লংকা, হলুদ, কাঁচা লংকা দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। সবশেষে এতে সরষের তেল ও নুন মেশান। এবারে একটি লোহার তাওয়া উনুনে বসান ও কলাপাতাগুলি সেঁকে নিন। মোচার মিশ্রণ কলা পাতার ওপরে রেখে ওপরটা কলাপাতা দিয়ে ঢেকে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। পাতার একদিকে বাদামি রং ধরলে উলটে দিন। হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। একটি মাটির পাত্রের ওপরে গোল করে কাটা পরিষ্কার কলাপাতা দিয়ে তার ওপরে পোড়া কলাপাতা সাজিয়ে মোচার পাতুরি রেখে পরিবেশন করুন।

ইলিশের গঙ্গা-যমুনা

উপকরণ ঃ ইলিশ মাছ ৮ টুকরো (মোটা করে কাটা), তেঁতুল গোলা ১ টেবিল চামচ (ঘন), হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৬টি, সরষে বাটা ১ টেবিল চামচ, লংঙ্কা গুঁড়ো আধ চা চামচ, সরষের তেল ১ কাপ, নুন ও চিনি স্বাদ অনুযায়ী।

পদ্ধতি ঃ তেঁতুল গোলাতে আন্দাজমতো নুন, চিনি, আধ কাপ সরষের তেল, আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ২টি কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে মেশান। অন্য একটি পাত্রে সরষে বাটা, আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, লংকা গুঁড়ো, নুন, আধ কাপ সরষের তেল ও বাকি লংকাগুলি কুচিয়ে মেশান। এবারে ওভেন প্রুফ ডিশে প্রথমে তেঁতুলের মিশ্রণ ঢেলে তার ওপরে মাছের টুকরোগুলো সাজিয়ে রাখুন। এবারে সরষে বাটার মিশ্রণ মাছেরওপরে ঢেলে ফয়েল দিয়ে পাত্রটি ঢেকে দিন। প্রি-হিটেড ওভেনে আধ ঘন্টা বেক কের নামিয়ে দিন।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি

এদেশে এখন কম বেশি প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এ রোগের শিকার। ডায়াবেটিস থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যার মধ্যে অন্যতম চোখ। হাইব্লাডসুগার থেকে নষ্ট হয়ে যায় রেটিনা। যার ফলে কখনো ক্ষীণ হয়ে যায় দৃষ্টিশক্তি আবার কখনো বা দৃষ্টিশক্তি হীন হয়ে পড়েন ডায়াবেটিসের রোগীরা। এই অসুখটি হল ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি।

কি হয়—

আলোক সংবেদনশীল কোষ দিয়ে তৈরি এক আস্তরণ হল রেটিনা। এটি থাকে চোখের পিছনের দিকে। এর কাজ হল, আলোকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল বা বার্তাতে পরিণত করা। অপটিক নার্ভ সে বার্তা বহন করে নিয়ে যায় ব্রেনে। সেখানকার নির্দেশমতো তখন আমরা দেখে থাকি। সঠিকভাবে কাজ করার জন্যে অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তনালিকা রক্ত সরবরাহ করে রেটিনাতে। ডায়াবেটিক থেকে অনেক সময় এই রক্তনালিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় রেটিনা তখন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। আবার অনেক সময় ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে রেটিনার রক্তনালিকাগুলো থেকে জল, কখনো ফ্যাটজাতীয় পদার্থ বেরয়, কারো কারো ক্ষেত্রে রক্তনালিকাগলি থেকে ব্লিডিংও হয়। যদি সে জল, বা ফ্যাট বা ব্লিডিং থেকে নির্গত রক্ত চোখের সেন্টার বা ম্যাকুলাতে জমা হয়। তখন তাকে বলা ডায়াবেটিক ম্যাকুলোপ্যাথি।

ডায়াবেটিস থেকে অন্ধত্বের অন্যতম কারণ এটি। প্রাথমিক অবস্থা থেকে যখন রোগটা ক্রমশ বাড়তে থাকে তখন রেটিনাতে নতুন রক্তশিরা জন্মায়। যেগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয় এবং তা যখন জমা হয় রেটিনার সামনে ভিকট্রিয়াসে তখন তাকে বলা হয় পলিফারেটেড ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। এর থেকেও অন্ধচেত্বর শিকার হন ডায়াবেটিসের রোগীরা।

উপসর্গ— প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের কোনো উপসর্গ থাকে না। যখন রোগটা ধরা পড়ে তখন অস্পষ্ট দেখা বা হঠাৎ দৃষ্টিহীনতার মতো সমস্যায় পড়তে হয় রোগীদের।

চিকিৎসা— রোগটা কি অবস্থায় বা কোন ধাপে ধরা পড়ছে তার ওপর চিকিৎসা নির্ভর করে। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে ব্লাডপ্রেশার, ব্লাডসুগার, লিপিড প্রোফাইল নিয়ন্ত্রণে রাখলে চলে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই রোগটা ধরা পড়ে দেরিতে। তখন দরকার হয় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার। ডিএফএ বা ডিজিট্যাল ফ্লুরোসেইন অ্যাঞ্জিওগ্রাম, ওসিটি বা অক্যুলার কোহরেন্স টোমোগ্রাম করে রেটিনায় লিকেজ কতখানি হয়েছে, কোন জায়গায় হয়েছে, কিংবা কোনো নতুন রক্তশিরা জন্মেছে কিনা তা দেখে নেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী চোখের ভেতর ইনজেকশন দেওয়া হয়। রোগের গুরুত্ব বুঝে ইনজেকশন ছাড়াও লেজার চিকিৎসা করা হয়।

মনে রাখা দরকার—

একবার দৃষ্টি হারালে অনেক ক্ষেত্রে তা ফেরানো যায় না। তাই, ডায়াবেটিক রোগীদের সাবধানে থাকতে হবে আগে থেকেই। নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ব্লাডসুগারকে। চোখের কোনো অসুবিধা থাকুক বা না থাকুক বছরে একবার চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চোখ পরীক্ষা করানো জরুরি। ডায়াবেটিসের রোগীদের রেটিনা স্ক্রিনিং অবশ্যই করা দরকার প্রতি বছর। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থেকে দূরে থাকতে হলে সচেতনতা দরকার।

ডায়াবেটিসে ভুগছেন যারা, তাদের সচেতন হতে হবে অনেক আগে থেকেই। ব্লাডসুগারের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ব্লাডপ্রেশার, লিপিড প্রোফাইলকে। ধূমপানের মতন বদ অভ্যাস থাকলে তা একেবারেই বন্ধ করতে হবে। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থাকলে মহিলাদের গর্ভধারণের সময় চোখ পরীক্ষা করানো জরুরি। রোগটা যাতে না বাড়ে তার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা উচিত প্রেগন্যান্সির সময়। রোগটার গুরুত্ব বুঝে আগে থেকে সচেতন হওয়া উচিত প্রত্যেকের।

শর্করা একেবারেই বাদ

বাড়তি ওজনের জন্য অনেকেই শর্করাজাতীয় খাবারকে দায়ী করেন। নো কার্ব বা শর্করা বর্জন ওজন কমানোর চাবিকাঠি। আসলে তা নয় এবং সেটা সম্ভবও নয়। কারণ, শর্করাবর্জিত খাবার দিনের পর দিন খেতে থাকলে শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হয়ত দুচার দিন এ ধরনের খাবার গ্রহণ করা যায়, দিনের পর দিন নয়। যেমন মাছ, মাংস, ডিম তেল ঘি, মাখন এগুলো একেবারেই শর্করাবর্জিত খাবার। ভাবুন তো এসব খাবার খেয়ে কি জীবন কাটাতে পারেন? আসলে স বই খেতে হবে, তবে তা হওয়া উচিত পরিমিত।শর্করাজাতীয় খাবার কতটুকু খাওয়া যাবে বা যাবে না সে ব্যাপারে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের পুষ্টি বিভাগের প্রধান জানান, শর্করা শক্তির অন্যতম উৎস পুষ্টিবিজ্ঞানের মতে, মানুষের প্রতিদিনের খাবারে মোট ক্যালরির ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ শর্করা থাকা উচিত। তবে যারা ওজন কমাতে চান, তাদের ক্ষেত্রে শর্করার অংশটি ভাত রুচি ইত্যাদি মিলে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ হলেই ভালো হয়। সূত্রে জানা যায়, শিশুদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে তাদের খাবারে অবশ্যই শরীর গঠনকারী উপাদান বা দুধ থাকতেই হবে। যদিও দুধে আছে পর্যাপ্ত শর্করা। খাবারের মধ্যে শর্করা থাকে বিভিন্ন রূপ। যেমন— গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালক্টোজ, সুক্রোজ, মল্টোজ। আমাদের দেহের কার্যপ্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ প্রয়োজনীয় উপাদান। ফ্রুক্টোজ হল ফলের চিনি। সুক্রোজ প্রায় সব উদ্ভিদেই কমবেশি থাকে। তবে আখ ও বিটে থাকে উচ্চমাত্রায়। এ জন্য এই দুটো দিয়ে সহজেই চিনি তৈরি করা যায়। ল্যাক্টোজ হল দুধের চিনি। অঙ্কুরিত শস্যের মধ্যে মল্টোজ থাকে। গ্লুকোজ একাই স্নায়ুতন্ত্রের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। এ কারণে শর্করাজাতীয় খাবারের অভাবে শরীরে দহন ক্রিয়া থেমে যায়। এর ফলে কিটোন বডি নামে শরীরে ক্ষতিকর পদার্থ উৎপন্ন হয়। শর্করা বাদ দেওয়া যেমন খারাপ, তেমনি অতিরিক্ত শর্করা খাওয়াও ক্ষতিকর। কেননা অতিরিক্ত শর্করা শরীরে চর্বি তৈরি করে। ফলে ওজন বেড়ে যায় ও অন্ত্রকে উত্তেজিত করে। এজন্য শর্করা খেতে হবে সীমিত পরিমাণে, তবে একেবারে বর্জন নয়।শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের বেলায় একইভাবে জাঙ্ক ফুড অর্থাৎ পিজা, বার্গার, স্যান্ডউইচ, কোমলপানীয় বন্ধ করে সুষম খাবার গ্রহণ করা উচিত। কারণ, জাঙ্ক ফুড ক্যালরি ও চর্বি পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। সুষম খাবার গ্রহণ করতে গেলে খাবারের সব খয়টি উপাদান যেমন--- আমিষ, শর্করা, চর্বি যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খেতে হবে।

মোদ্দা কথা হল, কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না আবার কোনোটাই অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না।

সবার প্রিয় ডালের কাস্তা কচুরি

সবজি, মাংস বা পনির দিয়ে, নোনতা কিংবা ঝাল-হতে পারে নানান ধরনের কচুরি এখানে ডাল দিয়ে কচুরি তৈরির পদ্ধতি দেওয়া হল। মুখরোচক এই খাবার বিকাল কিংবা মাঝবেলায় নাস্তার পদ হিসেবে অনন্য। রেসিপি দিয়েছেন আনার সোহেল।

কচুরির খামিরের জন্য ঃ ময়দা ২ কাপ। লবণ স্বাদমতো তেল বা ঘি আড়াই টেলিব চামচ। বেইকিং পাউডার আধা চা চামচ জল প্রয়োজন মতো।

পুরের জন্য ঃ মসুর বা মুগ বা রুটের ডাল ১ কাপ (মুগ বা বুটের ডাল হলে এক ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে)। হলুদ আধা চা চামচ। স্বাদ মতো। আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ করে। গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ। টানা জিরাগুঁড়া আধা চা চামচ কাঁচামরিচ ৩, ৪টি। ধনেপাতা কুচি ১ মুঠ।

পদ্ধতি ঃ প্রতমে, খামির তৈরি করে নিন। একটি বাটিতে ময়দা, লবণ এবং বেইকিং পাউডার দিয়ে মিশিয়েনিন। এবার তেল বা ঘি দিয়ে ভালো করে মেশান। অল্প অল্প জল দিয়ে নরম একটা খামির তৈরি করে ডেকে রেখে দিন ২০ মিনিট। আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা ডাল পরিষ্কার করে এক কাপ মতো জল, লবণ ও হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে জল শুকিয়ে নিন। জল শুকিয়ে ঝরঝরা ভাব হলে ব্লেন্ড করে গুঁড়া করে নিন। এবার প্যানে অল্প তেল গরম করে আস্ত জিরা ফোঁড়ন, আদা রসুন দিয়ে নেড়ে কংচামরিচ ফালি, ডাল আর মসলাগুলো দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভাজতে হবে। প্রয়োজন হলে লবণ দিন। ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। এবার খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। একটা লেচি নিয়ে হাতে চ্যাপ্টা করে তাতে এক চামচ পুর ভরে চারপাশে মুখ বন্ধ করে নি। রুটি বেলার পিড়িতে সামান্য তেল লাগিয়ে হাল্কা করে বেলে নিন। এবাবে সবগুলো তৈরি করুন। কড়াইতে তেল গরম করে অল্প আঁচে কচুরি দিয়ে ভাজুন সময় নিয়ে ফুলে উঠলে উল্টিয়ে দিন। দুপিঠ সোনালি রং হলে তুলে নিয়ে টিস্যুর উপর রাখুন যেন তেল টেনে নেয়।

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে দলীয় নেতৃত্বদের বৈঠক। ছবি-নিজস্ব।

ধর্মের ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ সাংস্কৃতিক সংগঠনের ! 'অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা'র তৎপরতা

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন টেনে সাহিত্য সভার নামে রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে এক নয়া সাংস্কৃতিক সংগঠন! সিএএ-কে কেন্দ্র করে অসম-সহ গোটা দেশে যখন বিতর্ক চরমে, তখন 'অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা' নামের এক সংগঠনের গোপনে জন্ম এবং তাদের তৎপরতায় ওয়াকিবহল মহলে নানা প্রশ্ন উঁকি মারছে।

অসমের জাতি-মাটি-ভিটে রক্ষার স্বার্থে একাংশ অসমিয়া জনতা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করছেন। অন্যদিকে এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে বোঝাতে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তাদের শাখা সংগঠনগুলিও ময়দানে নেমেছে। এমতাবস্থায় 'অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা' নামের এক সংগঠনের প্রকাশিত একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়ার জোয়ার উঠেছে।

ভাইরালকৃত চিঠিতে অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছে, 'অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা আগামী ১২ জানুয়ারি হাতিগাঁওস্থিত 'আল হালাল ডাইনিং'-এ আয়োজন করেছে এক প্রতিনিধি সভা। এই সভায় ১৩, ১৪, ১৫ মার্চ অনুষ্ঠেয় অসম ইসলামিক সাহিত্য সভার অভিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সাংগঠনিক পরবর্তী কার্যপন্থা ও সদস্য ভর্তির বিষয়ে আলোচনা করা হবে।' চিঠিতে জনৈক মৌলানা ফজলুল করিম কাছিমী সংগঠনের প্রধান সম্পাদক হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন।

অবশ্য অসম ইসলামিক সাহিত্য সভাটি কবে, কোথায় আত্মপ্রকাশ করেছে, সে সম্পর্কে কিছুই এখনও জানা যায়নি। তবে এর সঙ্গে আরেকটি পত্রক ভাইরাল হয়েছে। এই পত্রকে অসমে ইসলামিক সাহিত্যের প্রসার-সহ সংগঠনের উদ্দেশ্য লেখা রয়েছে।

চিঠিতে দেখা গেছে 'অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা'র কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরের ছয়মাইলের পাঞ্জাবাড়ি রোডে। অসমে সামূহিক প্রতিনিধিত্বকারী 'অসম সাহিত্য সভা'র মতো একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকার পরও এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে আরেকটি সাহিত্য সভার জন্ম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিয়েছে বলে সোশাল মিডিয়ায় অনেকে প্রশ্ন তুলে সিএএ-বিরোধীদের এ ব্যাপারে সজাগ করতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, অসমে কস্মিনকালেও যা হয়নি তা আজ "সাম্প্রদায়িক" সাহিত্য সভার মতো সংগঠন গড়ায় এর অস্তিত্ব ও লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বজিৎ বর্মণ নামের জনৈক সোশাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট অসমিয়াদের সজাগ করতে গিয়ে তাঁর অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'আপনি এখনও শুয়ে আছেন নাকি? উঠুন উঠুন এবং নিজের মগজের দুয়ার খুলে একবার পড়ুন এই ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সভার চিঠি। চিঠিটি অসম ইসলামিক সাহিত্য সভা-র। এবার এসেছে ধর্মের ভিত্তিতে আরেক সাহিত্য সভা! তবে জাতীয়তাবাদীরা এদের সঙ্গে থাকলে সব সম্ভব এই অসমে। ইসলামের নামে আরবি সাহিত্যকে সামনে রেখে কীভাবে অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা করতে চাইছে এরা, দেখুন।'

আরেক ইউজার জগদীশ নাথ লিখেছেন, 'আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ (একাংশ) বুদ্ধিজীবীর মাথা এখন ঠাণ্ডা হবে।' জনৈক প্রাঞ্জল কলিতা তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'জাতীয়তাবাদী দলগুলোর পদাধিকারীরা কেবল নেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। এখনও এঁদের শুয়ে থাকার সময়? মানুষকে কেবল মিথ্যা, ভুয়ো কথা বলে ভুল পথে নেওয়ার কাজ করছে এঁরা (জাতীয়তাবাদীরা)।

সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভ হওয়ার সুবাদে মিডিয়াকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকার ডাক শিলচর প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেম্পন্ন

শিলচর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : 'গণতন্ত্র-গণমাধ্যম-রাজনীতি-আমলাতন্ত্র, পারস্পরিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি' শীর্ষক আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে শিলচর প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সদস্যরা আজ রবিবার শপথ গ্রহণ করেছেন। শিলচরের 'হাসিখুশি ভবন' আয়োজিত সভায় বিভিন্ন বক্তা নিজেদের বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমানে সাংবাদ মাধ্যম কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তার ওপর আলোকপাত করেন। তাঁদের আলোচনার সারগর্ভে ওঠে আসে সাম্প্রতিককালে কীভাবে চাপের মধ্য দিয়ে চলছে মিডিয়া।

আজকের আলোচনার সূত্রপাত করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মিসবাহুল ইসলাম লস্কর। তিনি বলেন, সংবাদ মাধ্যম দেশের চতুর্থ স্তম্ভ হওয়ার সুবাদে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকা প্রয়োজন। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সমাজের দর্পণ হিসেবে সংবাদ মাধ্যমকে কাজ করার আবেদন রাখেন তিনি।

পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে সংবাদ মাধ্যম চাপের মুখে, যা সমাজের জন্য এক অশনিসংকেত। তিনি বলেন, রাজনীতির স্বার্থে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর চাপ প্রয়োগ করে সংবাদ পরিবেশন করানো হচ্ছে। এর জন্য তিনি সরাসরি সরকার পক্ষকে দায়ী করেন।

বামপন্থী নেতা দুলাল মিত্র বলেন, গণতন্ত্র-রাজনীতি- আমলাতন্ত্র, এই তিনটি বিষয়ের যেমন মিল আছে তেমনি দ্বন্দ্বও আছে। আমরা বর্তমানে কতটুকু স্বাধীন এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। মিত্রের ব্যাখ্যা, কোনও একটি দেশ যদি সঠিক অর্থে গণতান্ত্রিক হতে হয় তবে সে দেশকে অবশ্যই ধর্মনিরপক্ষে হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশ এখনও পরাধীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ।

রুমি নাথ বলেন, সংবদপত্র বা মিডিয়ার সমালোচনামূলক খবরের গুরুত্ব অনেক বেশি। সমালোচনামূলক সংবাদই রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঠিক পথের দিশা দিতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমকে আরও সক্রিয় হওয়ার আবেদন রাখেন রুমি। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিককালে বরাক উপত্যকায় যাঁরা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁরা যেটুকু পরিশ্রম করেন তার তুলনামূলক হিসেবে তেমন আর্থিক উপার্জন করতে পারেন না তাঁরা। সরকারের প্রয়োজন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক সংবাদকর্মীদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা করা।

সাধন পুরকায়স্থ বলেন, বহুদলীয় দেশ থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবি বা কথা শোনা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় আসে তাঁরা কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হন? যাই-হোক এক্ষেত্রে ভুলত্রুটিগুলি ধরিয়ে দেওয়া সংবাদ মাধ্যমের গুরুদায়িত্ব। তবে কিছু ক্ষেত্রে অসমের ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তা অশুভ সংকেত। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচার চলছে, সেখানেও গণতন্ত্র হনন হচ্ছে বলে মনে করে তিনি। আমলাতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে গণমাধ্যমের মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে বলে আহ্বান জানান সাধন পুরকায়স্থ।

শিলচর প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি তথা দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকার কর্ণধার তথা প্রধান সম্পাদক বিজয়কৃষ্ণ নাথ বলেন, বর্তমানে আমলাতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। আর এই আমলা বা সরকারি পদে নিয়োজিত কর্মীরাই দেশে দুর্নীতির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন। যতসব ছোট বড় কেলেঙ্কারি সংগঠিত হচ্ছে তার মুখ্য ভূমিকায় সরাসরিভাবে আমলাদের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের আইন আমরাই ভঙ্গ করে থাকি। যা পৃথিবীতে বিরল ঘটনা।

দেশের পুলিশ ব্যবস্থাকে এক হাত নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বলেন, দেশে দুর্নীতির তালিকায় সর্বাগ্রে পুলিশরাই। এমন-কি ঠিকমতো আটরণও তাদের কাছে আশা করা যায় না। যা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। ভারতবর্ষ আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী এই দুর্নীতি। না-হলে এই দেশের শাসনপ্রণালী এত সুন্দর যে ঠিকভাবে যদি পরিচালিত হতো তবে দেশ এবং সমাজের চেহারাটাই বদলে যেত। বর্তমানে দেশে আরটিআইকে একটি শক্তিশালী স্তম্ভ বলে মনে করেন তিনি। আরটিআইকে তিনি পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, আরটিআই বা তথ্য জানার অধিকারের মাধ্যমে অনেক দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই অস্ত্রকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেশি করে ব্যবহারের আবেদন রাখেন তিনি।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রাক্তন বন আধিকারিক মৃদুলকুমার ধর, হারান দে, সাংবাদিক তাজ উদ্দিন, বিভূতিভূষণ গোস্বামী, সন্দীপ দেবনাথ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৩ বছর পর গত ২১ ডিসেম্বর শিলচর প্রেস ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনের মধ্য দিয়ে নয়া কমিটির নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচনে সভাপতি পদে দৈনিক যুগশঙ্খ-এর প্রধান সম্পাদক বিজয়কৃষ্ণ নাথ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন শংকর দে। এছাড়া যুগ্ম সম্পাদক কার্যালয় পদে গৌতম তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদক সংগঠন পদে সুজিত ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক পদে সন্তোষ চন্দ ও পাপলু দাস সমান সমান ভোট পেয়েছিলেন। তাই সহমতের ভিত্তিতে প্রথম দেড় বছর পাপলু দাস এবং বাকি দেড় বছর সন্তোষ চন্দ এই পদের দায়িত্বভার সামলাবেন।

পাকিস্তানে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু পেশওয়ারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা শিখ যুবক

পেশওয়ার, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু ঊ নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলা নিয়ে দুইদেশের বাকযুদ্ধের মধ্যেই রবিবার সেদেশের পেশওয়ারে এক শিখ যুবককে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল দুষ্কৃতীরা। এই খবর প্রকাশিত হয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে ঊ পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মৃতের নাম রবীন্দ্র সিং। বয়স ২৫ বছর। পাখতুনখোয়ার বাসিন্দা রবীন্দ্র পাক সাংবাদিক হরমিত সিংয়ের ভাই। পেশওয়ারে এসেছিলেন বিয়ের কেনাকাটা করতে। এখানেই তাঁকে নিশানা করে দুষ্কৃতীরা। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, অজানা নম্বর থেকে ফোন করে রবীন্দ্রের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। সেই খবর পেয়েই তাঁরা পেশোয়ারে ছুটে যান। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে শিখদের উপর হামলার ঘটনা নতুন নয়। শিখ কিশোরীদের অপহরণ করে ধর্মান্তরণের অভিযোগও অজস্র। এই ঘটনার দু'দিন আগে শুক্রবার পাকিস্তানের নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে কয়েকজন পুণ্যার্থীর উপরে আক্রমণের ঘটনা ঘটে। তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। এর আগে লাহৌরের নানাকানা সাহিব এলাকায় এক শিখ পুরোহিতের মেয়ে জগজিৎ কৌরকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কয়েকজন মুসলিম যুবকের বিরুদ্ধে। জগজিতের পরিবার দাবি করেছিল, ধর্মান্তরণ করিয়ে এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল জগজিতকে। তার আগে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল জগজিতের উপরে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে লাহৌরের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। গুরুদ্বারের সামনে বিক্ষোভ করতে দেখা যায় শিখ ও স্থানীয় হিন্দুদেরও। সেখানেই হামলা চালান হয়।

শরণার্থীদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ৫ জানুয়ারি (হি.স) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের একটি তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের অধীনে এদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ---এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলন একটু থিতু হতেই সিএএ কার্যকর করতে তাতর বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্যের সব জেলাশাসককে শরণার্থীদের একটি তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন পড়শি দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ. জৈন এবং পারসিদের একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের। এই তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের ধারণা, আফগানিস্তান থেকে বেশি শরণার্থী না এলেও উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু এলাকায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বহু বাসিন্দা বসবাস করেন। এ প্রসঙ্গে, প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র বৈধ শরণার্থীরাই যাতে এই তালিকায় সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে। যোগী সরকারের ধারণা, লখনউ, হাপুর, রামপুর, শাহজাহানপুর, নয়ডা এবং গাজিয়াবাদে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শরণার্থী বসবাস করে। শরণার্থী তালিকার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদেরও একটি তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। সোজা ভাষায় বলতে গেলে, রাজ্যে বসবাসকারী বিদেশি মুসলিমদেরও একটি তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজিপি সমস্ত জেলা পুলিশ প্রধানকে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ জারি করেছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে। পুলিশের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের প্রান্তিক জেলার সমস্ত অঞ্চল, সীমান্তবর্তী এলাকায় ভাল করে খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই দুটি তালিকা সুষ্ঠুভাবে তৈরি করা যায়।

অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ এবার বিনপুরে বাঘের আতঙ্ক

ঝাড়গ্রাম, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের বাঘের আতঙ্ক ঝাড়গ্রামে। অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে লালগড়ের পর এবার বাঘের আতঙ্ক ছড়াল বিনপুরে ঊ রবিবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার কাঁকো অঞ্চলের লক্ষণপুর গ্রামের চাষের জমিতে সকালে বড় বড় পায়ের ছাপ দেখাতে পান বাসিন্দারা। যেহতু এর আগে লালগড়ে বাঘ দেখা গিয়েছিল তাই লালগড় সংলগ্ন এই এলাকায় পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

প্রায় দু বছর পর আবারও ফিরে এল লালগড়ের বাঘের আতঙ্ক। অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে এই বাঘের অতঙ্ক তৈরী হয়েছে বাসিন্দাদের মনে। বনদফতর পায়ের ছাপ গুলি সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষন করা শুরু করেছে। তবে বনদফতর সব রকম সম্ভাবনার দিকে খতিয়ে দেখছে। রবিবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার কাঁকো অঞ্চলের লক্ষণপুর গ্রামের চাষের জমিতে সকালে বড় বড় পায়ের ছাপ দেখাতে পান বাসিন্দারা। স্থানীয় গ্রামবাসীরা মনে করছেন পায়ের ছাপ দেখতে বাঘের পায়ের ছাপের মত। যেহতু এর আগে লালগড়ে বাঘ দেখা গিয়েছিল তাই লালগড় সংলগ্ন এই এলাকায় পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। লক্ষণপুর গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গললাগোয়া মালাবতি, কালিয়াম, মোহনপুর, সাতবাঁকি সহ বিভিন্ন গ্রাম গুলিতে আতঙ্ক ছাড়িয়েছে।

এদিন লক্ষণপুর গ্রামে ভোর বেলায় পায়ের ছাপ গুলি দেখা যাওয়ার পর সংলগ্ন। এলাকার গ্রামের অনেক মানুষ জমে যায়। তারা বলতে শুরু করে এই ছাপ বাঘেরই। গ্রামবাসীদের মতে ছোট ছাপও রয়েছে। যা দেখে মনে করা হচ্ছে শাবক থাকতে পারে। তবে বনদফতর জানিয়েছে ছাপ গুলি একটি জন্তুরই। "ক্যাট প্রজাতীর কোন জন্তুর ছাপ হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। এলাকার বাসিন্দা রাজীব মুর্মু বলেন, "সকাল বেলায় গ্রামের জামিতে পায়ের ছাপ গুলি দেখা যায়। দেখে মনে হচ্ছে বাঘের। এর আগে লালগড়ে বাঘ বেড়িয়েছিল। আমরা গ্রামবাসীরা খুবই আতঙ্কে রয়েছি।"

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের মার্চে লালগড়ে টানা বাঘের আতঙ্ক জিয়িয়ে থাকার পর মেলখেড়িয়ার জঙ্গলে বনদফতরের লাগানো ট্রাপ ক্যামেরাতে ধরা পড়েছিল রায়্যালবেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব। লালগড়ে বাঘের হাতে মারা পড়েছিল বেশ কিছু গবাধি পশু।পরে শিকারীদের হাতে বাঘটির মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনার পরেও কয়েক মাস আগে সাঁকারইলের কয়েকটি গ্রামে অজানাজন্তুর হানায় মারা পড়েছিল বেশ কিছু ভেড়া। তখনও একইভাবে বাঘের সম্ভাবনা উঠে এসেছিল। বনদফতর জন্তুটিকে ধরার জন্য টোপ দিয়ে খাঁচাও বসিয়েছিল। কিন্তু তাতে কিছু ধরা পড়েনি। এবার আবারও অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে থরহরিকম্প গ্রামের বাসিন্দারা।

এই এলাকায় বছরভর থাকে হাতির তান্ডব। চাষবাসের ব্যাপাক ক্ষতি হয়।ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গল গুলিতে রয়েছে নেকড়ে বাঘ। তবে লালগড়ের মতো আবারও রয়্যালবেঙ্গল টাইগার এসে পড়ল কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। লালগড়েও বাঘের অস্তিত্ব প্রমানের আগে পায়ের ছাপ,গাবধি পশুর উপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এদিন লক্ষনপুরে পায়ের ছাপ মেলার পর বনদফতর তা সংগ্রহ করেছে। ছাপ গুলির মাপ ঝোঁক করা হচ্ছে। গ্রামবাসীদের সাথে বনদফতর কথা বলে জানতে চাইছে কেউ কোন জন্তু দেখেছে কিনা। গ্রামবাসীদের বনদফতরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কোন কিছুর দেখা মিললে সাথে সাথে বনদফতরকে জানাতে। যে হেতু ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়ে বাঘের দেখা মিলেছিল তাই বনদফতর সব রকম সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখছে এবং নজরদারি তীব্র করছে পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের ডিএফও বাসবরাজ হলেইচ্ছ বলেন "লক্ষণপুর গ্রামে বেশ কিছু পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। সেগুলি সংগ্রহ করে, মাপঝোক করা হচ্ছে। বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে কোন ধরনের প্রানীর পায়ের ছাপ এগুলি। আমরা সব ধরেনের সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখছি, গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলা হচ্ছে।"

ইরানের প্রত্যাঘাত, বাগদাদে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে রকেট হামলা

বাগদাদ, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন বিমান হামলায় ইরানের কুদস বাহিনীর প্রধান কাসেম সোলেমানির মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ইরান ও আমেরিকার মধ্যে। সোলেমানির মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাঘাত করল ইরান। বাগদাদে মার্কিন সেনাঘাঁটি ও দূতাবাস লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালাল ইরান। পালটা প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি আমেরিকার তরফেও। এই অবস্থায় ক্রমশ চড়ছে উত্তেজনার পারদ। যে কোনও মুহূর্তে বেঁধে যেতে পারে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। শনিবার রাতে ইরাকের 'গ্রিন জোন'-এ রকেট হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই রকেট হামলা সেখানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের কাছেই হয়েছে। এছাড়াও ইরাকের মাসুলে মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে পরপর বেশ কয়েকটি রকেট নিক্ষেপ করেছে ইরানের বায়ুসেনা। এই হামলায় মার্কিন সেনাঘাঁটির বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই হামলায় অনেক সেনা-জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। যদিও আমেরিকার তরফে এখনও এই হামলার সত্যতা বা হতাহতের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সোলেমানির মৃত্যুর পর ইরান বদলা নিতে পারে এই আশঙ্কাতে আগেই সেখানে বসবাসকারী মার্কিন নাগরিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিদের দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে পেন্টাগন। তার মধ্যেই এই হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে এদিন ইরানের ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড়সড় সামরিক হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরপর তিনটি টুইট করে ট্রাম্প বলেছেন, ইরান কোনও মার্কিন নাগরিক বা আমেরিকার কোনও সম্পত্তির উপর হামলা করলে আমেরিকা পাল্টা হামলা চালাবে। ট্রাম্পের এই হুমকি প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য সুরে টুইট করেছেন প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা কলিন কাল। তিনি বলেছেন, "আমার এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, পেন্টাগন এমন কোনও টার্গেটের তালিকা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে তুলে দেবে, যার মধ্যে ইরানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে।" সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ঝাড়গ্রামে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

ঝাড়গ্রাম, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ এক ঝাঁক বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। রবিবার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার মহাপাল এলাকায় সিএএ, এনআরসি বিরোধী এক প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করেছিল শাসক দলের নেতাকর্মীরা। এদিন সেই পথ সভায় পেটবিন্ধী সাত নম্বর অঞ্চলের কালিঞ্জা সংসদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা যমুনা শীট একজন বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং পদিমা সংসদ থেকে ষাটজন বিজেপির কর্মীসমর্থক তৃণমুলে যোগদান করে বলে দাবি তৃণমূলে নেতৃত্বের। তৃণমূলে সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন শালবনী মহাপাল থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। প্রায় দু কিলোমিটার মিছিল করার পর মহাপাল দক্ষিণসাহি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে মিছিল শেষ করেন। আর সেখানেই একটি পথ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পথা সভায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ বিজেপির কর্মীসমর্থকেরা তৃণমূলে যোগদান করেন। সেখানে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ও গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কালীপদ সুর।

আইএসএলের ফিরতি লেগে মুম্বইকে হারিয়ে ফের লিগ শীর্ষে এটিকে

মুম্বই, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : আইএসএলের ফিরতি লেগের ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি'কে হারিয়ে ফের লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করল এটিকে। চোট সারিয়ে একাদশে ফিরে দলের হয়ে গোল করলেও নতুন করে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন বঙ্গ মিডফিল্ডার প্রণয় হালদার। নির্বাসনের কারণে অগাস্টিন গার্সিয়া না থাকায় পরিবর্ত হিসেবে এটিকে একাদশে এদিন অভিষেক হয় ট্রান্সফার উইন্ডোয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া ভিক্টর মঙ্গিলের। পাশাপাশি সুসাইরাজকে সরিয়ে প্রাথমিকভাবে একাদশে স্থান করে নিয়েছিলেন প্রণয়। মাঝমাঠে পাবলো মেচেদাহীন মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ডানপ্রান্ত কেন্দ্রিক কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল শুরু করে হাবাসের ছেলেরা। মুম্বই রক্ষণের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি হাফচান্সকে গোলে কনভার্ট করেন দক্ষিণী উইঙ্গার। বক্সের মধ্যে বল ধরে কোনাকুনি কার্লিং শটে বিপক্ষ গোলরক্ষককে ম্যাচে দ্বিতীয়বারের জন্য পরাস্ত করেন সুসাইরাজ। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় কলকাতার এটিকে। শেষ অবধি প্রথমার্ধের স্কোরলাইন অপরিবর্তিত থাকায় অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে এটিকে। সেইসঙ্গে ১১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যের নিরিখে গোয়াকে টপকে ফের শীর্ষস্থান দখল করে নেয় হাবাসের দল।

তেজপুরে দু-দুটি যান দুর্ঘটনা হত দুই, আহত চার

তেজপুর (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার তেজপুরে শনিবার রাত এবং রবিবার সকালে ভয়ংকর দুই যান দুর্ঘটনায় এক কলেজছাত্রী-সহ দুজনের অকালমৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন চারজন।

তেজপুর ও দরং কলেজের এনসিসি-র এক দল রবিবার সকালে ৩৭-এ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাই-সাইকেলে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের উদ্দেশে যাচ্ছিল। দলটি যথারীতি তেজপুরের কলিয়াভোমরা সেতু পার হয়। কিন্তু আচমকা একটি পিকআপ ভ্যান এসে এনসিসি দলের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে। পিকআপ ভ্যান এক এক করে চার ছাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করে। গাড়ির ধাক্কায় অঞ্জলি রায় নামের এনসিসি ক্যাডেডটি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। আহত হন তেজপুর কলেজের খুশবু রায় এবং প্রিয়াঙ্কা রায়। তাঁদের তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ঘন কুয়াশার দরুন এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

এদিকে তেজপুরেরই মুড়াতেতেলি এলাকায় সংঘটিত হয়েছে আরেক পথ দুর্ঘটনা। শনিবার রাতে একটি স্কুটি ও এক মটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইকার পল্লব শইকিয়া নামের যুবক নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে স্কুটি আরোহী টিংকু ডেকা এবং জনৈক পথচারী প্রদীপ হাজরিকা গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। নিহত পল্লব শইকিয়া ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র ছিলেন। তিনি বামপর্বতীয়ার বাসিন্দা।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত স্কুটি আরোহী তেজপুরের উষানগর এলাকার বাসিন্দা টিংকু ডেকাকে স্থানীয় বেরসকারি এক হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় আহত পথচারী পেশায় খালাসি প্রদীপ হাজরিকাকে তেজপুরের কনকলতা সিভিল হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। তাঁর বাড়ি তেজপুরের জয়মতী এলাকায়।

পৌষে অকাল বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতে উঠল হুগলির চন্ডীতলা

হুগলি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পৌষে অসময়ের বিশ্বকর্মা পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে উঠল হুগলি চন্ডীতলার । চারদিনব্যাপী এই অসময়ের বিশ্বকর্মা পুজো করছে জেলার চন্ডীতলার বেগমপুর, ছোটোতাজপুর, দক্ষিণ খরসরাই ও মনিরামপুর এলাকার তন্তুবায় পরিবারগুলো।
এক সময় দুর্গা পুজোর আগে তাঁতের শাড়ি তৈরির ব্যস্ততা থাকতো হুগলির চন্ডীতলার বিস্তির্ন এলাকা জুড়ে। সেই কারণে ভাদ্র মাসের শেষে যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মা পুজো করার ফুরসত মিলত না। তাই দুর্গাপুজোর ৯০ দিন পর, পৌষ মাসের শুক্লা পক্ষের নবমী তিথি অনুযায়ী শুরু হয় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিশ্বকর্মা পুজো। এবছর শনিবার থেকে শুরু হয়েছে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের চারদিনের এই বিশ্বকর্মা পুজো। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করে আন্দতে মেতে উঠেছে হুগলির চন্ডীতলার বেগমপুর, ছোটোতাজপুর, দক্ষিণ খরসরাই ও মনিরামপুর এলাকা ঊ
প্রায় ৭০ বছর আগে বেগমপুর এর ছোট তাজপুর কাঁঠালতলা গ্রামের দুই তন্তুবায় ছবি সেন এবং নিমাই কুন্ডু প্রথম পৌষ মাসে বিশ্বকর্মা পুজো শুরু করেন। নিজেরাই প্রতিমা গড়েন তাঁরা। তাঁতের মাকুর শব্দ আর ঘোড়ার খুরের শব্দ একই রকম। তাই বিশ্বকর্মার বাহন হাতির বদলে ঘোড়া। গ্রামবাসীরা এদিন একত্রিত হয়ে সরস্বতী নদীর ধারে ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করে।
আগে সাবেকি প্রতিমা পুজো হলেও গত কয়েক বছর ধরে এই পুজোতেও লেগেছে থিমের ছোঁয়া। চন্দননগরের আলোয় ঝলমল করে বেগম পুর খরসরাই ছোট তাজপুর গ্রামে তন্তুবায় পরিবারগুলোতে উৎসব চলে চারদিন ধরে। এইবছর ক্লাব ও বাড়োয়ারী মিলে ২৯টি পুজো হচ্ছে এলাকায়। বিশাল মেলা বসেছে। আত্মীয়-স্বজনরা আসেন।
এই পুজোর পর থেকে শুরু হয়ে যায় দুর্গার্পুজোর জন্য শাড়ি বুননের কাজ। এক সময় এই গ্রামগুলোতে ঘরে ঘরে তাঁত বোনা হত। এখন সময় পাল্টেছে। হস্তচালিত তাঁতের জায়গা নিয়েছে পাওয়ারলুম, কলার মেশিন। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা তাঁত ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছে। আগে বেগমপুর এলাকায় ৫০০০ জন তাঁত শিল্পী এই পেশায় যুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে রোজগার কমে যাওয়ার কারণে নতুন প্রজন্ম এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এখন ৭০০ জন তাঁত শিল্পী কোনও ক্রমে এই পেশায় যুক্ত রয়েছে।
তবুও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য মেনে অকাল বিশ্বকর্মা পুজো নিয়ে মেতে থাকে তারা। চারদিনব্যাপী চলবে এই পুজো।

সিপাহীজলা পিকনিক স্পটে উপচে পড়া ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জানুয়ারী।। নতুন বছরের প্রথম রবিবার সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের পিকনিক স্পটে ছিল পর্যটকদের ভীড়। পিকনিক তথা বনভোজনের আনন্দে যাতে কোন ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেজন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যাপাক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাকল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভীড় ছিল অভয়ারণ্যে। অভয়ারণ্যের প্রধান গেইটে টিকিট কাউন্টার থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার রাজস্ব আয় হয়েছে। পিকনিক স্পটে অড়াইশ গাড়ি প্রবেশ করেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জের বৈঠাখালে বাইক ও অটো রিকশার সংঘর্ষ, পা ভেঙে আহত যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : এক বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন একটি বেসরকারি আর্থিক সংস্থার কর্মচারী। দুর্ঘটনাটি রবিবার সকালে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানা এলাকার বৈঠাখালবস্তি সংলগ্ন ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর।
জানা গেছে, আজ সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ লোয়াইরপোয়া থেকে একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশা পাথারকান্দি যাওয়ার পথে কোনও কারণে বৈঠাখালবস্তির অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এক লাইন হোটেলের ধারে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় করিমগঞ্জ থেকে লোয়াইরপোয়া অভিমুখে আসছিল একটি বাইক। কিন্তু বাইকটি আচমকা অটো রিকশায় ধাক্কা দিয়ে বসে। ধাক্কার চোটে বাইক আরোহী করিমগঞ্জের বাসিন্দা জনৈক অনুপপাল চৌধুরী (৪০) সড়কের ওপর ছিটকে পড়েন। এতে তাঁর পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। আহত চৌধুরীকে রাস্তা থেকে তুলে স্থানীয়রা চিকিৎসার জন্য বাজারিছড়ায় মাকুন্দা কুষ্ঠ ও সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। জানা গেছে তাঁর একটি পা ভেঙে গেছে। এদিকে দুটি বাহনই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ঘটনার পর খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় বাজারিছড়া থানার পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের প্রভেশনারি এসআই মানবজ্যোতি মালাকার জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও অটো রিকশা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নানকানা সাহিব হামলার ঘটনায় ইমরান খান না জেনে ভারতকে পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নানকানা সাহেব গুরুদুয়ারায় হামলা এবং পেশোয়ারের এক শিখ যুবকের হত্যার জন্য লজ্জার পরিবর্তে ভারতকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার পরামর্শ জানিয়েছেন। নানকানা সাহেব গুরুদুয়ারায় হামলার বিষয়ে নীরবতা ভেঙে ইমরান খান বলেন, এ ধরনের ঘটনাগুলি তার চিন্তার পরিপন্থী এবং তিনি এগুলি সহ্য করেন না। তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা পুলিশ এবং আদালত সুরক্ষা উপভোগ করছেন। ভারতে এমনটা হয় না। ভারতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ক্রমাগত আক্রমণ চালানোর অভিযোগ তুলেছেন। পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর দমনকে সমর্থন করে এবং সংখ্যালঘুদের উপর লক্ষ্য রাখাই তাদের এজেন্ডা।

কোটায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১০

কোটা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু মিছিল অব্যাহত কোটায়। রবিবার শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১০। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৎপর কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়েছে বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী।
শনিবার কেন্দ্রীয় টিম হাসপাতাল পরিদর্শন করে যান। গত ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর রাজ্য সরকারের তরফে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেকে লোন প্রসূতি ও শিশু হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারা রাজ্য সরকারকে জানায় হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। যদিও চিকিৎসকদের ক্লিনচিট দিয়েছিল তারা। ইতিমধ্যেই চার সপ্তাহের মধ্যে রাজস্থান সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
উল্লেখ্য শনিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় মায়াবতী লিখেছিলেন, গোরক্ষপুরে মর্মান্তিক শিশুমৃত্যু নিয়ে অনেক শিক্ষা নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। রাজ্য সরকারের উচিত সতর্ক থেকে হাসপাতালগুলি তৎপর রাখা। নয়তো রাজস্থানের মতো ঘটনা এখনেও যে কোনও সময় হতে পারে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মায়াবতী লেখেন, কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে ১০৫ শিশুর মৃত্যু খুবই চিন্তার।

সিএএ -র সমর্থনে জনমত গড়তে বাড়ি বাড়ি প্রচার রাহুল সিনহার

কলকাতা,৫ জানুয়ারি (হি.স.):নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে উত্তাল বিভিন্ন জায়গা ঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে এবার রাজপথে নামল গেরুয়া শিবিরঊ জনমত গড়তে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাঊ আজ রবিবার জোড়াবাগান এলাকা থেকে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি নেতা।
দলীয় কর্মীদের নিয়ে লিফলেটও বিলি করেন রাহুল সিনহাঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আসল অর্থ বোঝাতে দলীয় পতাকা নিয়ে গিয়ে খুটিনাটি বোঝাচ্ছেন বিজেপি নেতাঊ জনমত গড়তে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে গেরুয়া শিবির ।রবিবার থেকেই হলো এই কর্মসূচিঊবিজেপি নেতা রাহুল সিনহা পথে নেমে জনগনের উদ্দেশ্যে বার্তা দিচ্ছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয় বরং নাগরিকত্ব দেওয়াই উদ্দেশ্য।

সিএএ-র পক্ষে সমাবেশ প্রবাসীদের

ওয়াশিটন, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়াল প্রবাসী ভারতীয়রা।
সিএএ-র পক্ষে আমেরিকার সিয়াটেল, চিকাগো, আটলান্টায় সহ একাধিক শহরে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে সমাবেশ করল প্রবাসীরা। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশেই রয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। আমরিকার সিএএ-র বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, তা দূর করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। প্রবাসীদের দাবি সিএএ মুসলমান বিরোধী নয়, মানবাধিকার বিরোধী নয়। এমনও দাবি করা হয়েছে যে সিএএ কার্যকর না হলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের সংখ্যালঘুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে হেনস্থা হয়ে আসা অমুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

দক্ষিণ কলমচৌরায় হরিনাম সংকীর্তন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ জানুয়ারী।। রবিবার ভোররাত থেকে বক্সনগর ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক নাম সংকীর্তন শুরু হয়েছে দক্ষিণ কলমচৌরা এগিয়ে চল মাঠ প্রাঙ্গনে। ৩২ প্রহরব্যাপী এই উৎসব চলবে। ১৯ তম বর্ষে মহোৎসবটি পদার্পন করেছে। কীর্তন ও নাম যজ্ঞের অধিবাস ও ঘট স্থাপন হয়েছে শুক্রবার। রবিবার ভোর থেকে শুরু হয়েছে নাম সংকীর্তন। মহোৎসব কমিটির সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রবিবার গুয়াহাটিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ভারত-শ্রীলঙ্কা টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় ভিআইপি গ্যালারিতে বসে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাথে রয়েছেন অসমের মুখমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোওয়াল সহ অন্যান্যরা।

লাইনে ফাটল বড় দুর্ঘটনা এড়াল লোকাল ট্রেন

বর্ধমান, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বর্ধমানের স্টেশনের একাংশ ভেঙে পড়ার রেশ কাটার আগে ফের বড়সড় প্রশ্ন যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে। রবিবার সকালে লাইনে ফাটল। স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল যাত্রীবোঝাই ট্রেন।
এদিন হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে পাল্লা রোড স্টেশনের কাছে লাইনে ফাটল দেখতে পান এক স্থানীয় বাসিন্দা। দেরি না করে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাত কিছুটা দূরে থাকা লাইনম্যানকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করান। লাইনম্যান অপর লাইনম্যানকে বিষয়টি জানায়। সেই সময় ওই লাইনে আসছিল ডাউন বর্ধমান-হাওড়া লোকাল ট্রেন। রেলকর্মীদের তৎপরতায় ট্রেনটিকে থামানো হয়। ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে রেলের ইঞ্জিনিয়ররা। কি কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার জেরে ব্যাহত ট্রেন চলাচল। লাকাল সাধারণ রেলযাত্রীরা।

সিএএ -র সমর্থনে বিজেপির প্রচারকে কটাক্ষ ফিরহাদের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে এবার রাজপথে নামলো গেরুয়া শিবির ঊ জনমত গড়তে রবিবার জোড়াবাগান এলাকা থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে বিজেপির এই প্রচারকে কটাক্ষ করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বিজেপিকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ বলেন, 'কোনও দিনই বাংলার মানুষ ওদের কথা বুঝবে না ঊ কারণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধর্ে বাংলার মানুষ। বাড়ি বাড়ি প্রচার করুক আর রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করুক কিছুই যায় আসে না ঊ বাংলার মানুষ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সাথে আছে ঊ পাথরে লিখো নাম সে নাম মুছে যাবে হৃদয়ে লিখো নাম সে নাম রয়ে যাবে ঊ বাংলার প্রতিটা মানুষের মনে মমতা বন্দোপাধ্যায়েরর নাম ঊ সে নাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুছবে কিভাবে বিজেপি ঊ সারা দেশ এই আইনের বিরোধিতা করছে।

কৌশিকের 'অর্ধাঙ্গিনী' রূপে একইসঙ্গে জয়া-চূর্ণী

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধাঙ্গিনী' রূপে দেখা যাবে জয়া আহসানকে। শুধু অভিনেত্রী জয়াকেই নয় 'অর্ধাঙ্গিনী' রূপে দেখা যাবে পরিচালক কৌশিকের অফ স্ক্রিন 'অর্ধাঙ্গিনী' চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়কেও। কারণ এই বছর পয়লা বৈশাখেই আসতে চলেছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন ছবি 'অর্ধাঙ্গিনী'। আর এখানেই একই ফ্রেমে দেখা যাবে জয়া আহসান ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়কে।
'অর্ধাঙ্গিনী' ছবির গল্প অনুযায়ী,কোনও এক পরিস্থিতির জেরে দুই নারীর জীবন চলছে একসুতোয়। এরকম একটি সম্পর্ক ফুটে উঠবে 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবিতে। ছবিতে জয়া আহসান, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও দেখা যাবে অম্বরীশ ভট্টাচার্য এবং পূরব শীল আচার্যকে। ছবিতে দেখা যাবে কৌশিক সেনকেঊ ছবিতে অম্বরীশ ভট্টাচার্যকে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে। ছবির শুটিং শেষ। সন ঠিক থাকলে পয়লা বৈশাখে মুক্তি পাবে 'অর্ধাঙ্গিনী'।

মাঝ বয়সী এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

বসিরহাট, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার রাতে ধর্ষণের অভিযোগে চাঁপাপুকুর থেকে গোপাল দাস নামে (৫৫) এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করে মাটিয়া থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার তোলা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। জানা যায় বসিরহাট মাটিয়া থানার অন্তর্গত চাঁপাপুকুর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল দাস। শনিবার রাতে ধর্ষণের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে মাটিয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় এক প্রতিবেশী মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ কয়েকদিন আগেই ওই মহিলাকে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে ওই বৃদ্ধ। শনিবার দুপুরের পর বৃদ্ধর নামে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার তোলা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে।

ডাঃ অবনী মোহন মজুমদারের প্রয়ান শোক প্রকাশ সিপিএমের

আগরতলা, ৫ জানুয়ারী।। বিশিষ্ট চিকিৎসক অবনী মোহন মজুমদারের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ডাঃ অবনী মোহন মজুমদার দীর্ঘদিন রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে জিবি হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগের প্রধান ছিলেন। ডাঃ মজুমদার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের এবং মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক। রাজ্যবাসী মানব দরদী চিকিৎসক ডাঃ অবনী মোহন মজুমদারকে মনে রাখবেন বলে সিপিএম বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও ডাঃ অবনী মোহন মজুমদারের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পক্ষে রায় এসেছে। সুবলবাবু বলেন, সিএএকে সমর্থন করে কেউ মিসকল দিচ্ছে না। সে কারণেই বিজেপি'র যুবমোর্চার অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে এই নম্বরে ফোন করলে অর্থনৈতিক নানা সুবিধা মিলবে।
মধ্যরাতে এই নম্বরে ফোন করতে সুন্দরী নারী চলে আসবে। এই নম্বরে যুব সমাজকে উৎসাহিত করার জন্য এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। এ বিষয়ে যাতে কেউ প্রতারিত না হয়, সে জন্য কংগ্রেসের আইটি সেলের অরিন্দম ভট্টাচার্য সতর্ক করেছেন এই নম্বরে যাতে কেউ ফোন না করেন। কারণ এই নম্বর জনগণকে প্রতারিত করছে।
সিএএতে সমর্থন বাড়ানোর জন্য অন্যভাবে যুব সমাজের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে। পুলিশ বিভ্রান্তকারীদের গ্রেপ্তার না করে যে সততার পক্ষে সতর্ক করেছে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এসেছে বলে সুবলবাবু অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে পুলিশ শাসক দলের লেজুরবৃত্তি করছে বলে অভিযোগ করেন সুবলবাবু।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অমিত শাহের দাবি ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য এমন কাজ করেছে বিরোধী দলগুলি। অমিত শাহ দাবি করেছেন দিল্লিতে আপকে উৎখাত করে রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি।
১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার উল্লেখ করে তিনি বলেন, দাঙ্গায় পীড়িত পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ায়নি কংগ্রেস। কিন্তু মোদী সরকার পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। দোষীদের গারদে পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৮ সাল থেকে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে বিজেপি। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় আসতে চাইছে তারা।

জানুয়ারী

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে জয়েন্ট মোভমেন্ট এগেনস্ট সিটিজেনশিপ এমান্ডমেন্ট অ্যাক্ট এর সাথে চুক্তি করা হবে যাতে ত্রিপুরার উপজাতি অংশের স্বার্থ রক্ষার্থে। তারপর এই সময়ের মধ্যে যৌথ ফোরামের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে দুই দফায় ১৮ ডিসেম্বর এবং ২ জানুয়ারী দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন সুবজ সংকেত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন এন্থনি দেববর্মা।
এই অবস্থায় যৌথ ফোরামের তরফ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরে একটি শান্তিপূর্ণ র‍্যালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাত জানুয়ারী আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এই র‍্যালী শুরু করবে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

তাবিজ টি গর্তে ফেলতে গেলে পরিবারের লোকজন দেখে ফেলে। ধরে ভন্ড তাবিজ বাবার ভন্ডামি। তারপর উত্তম মধ্যম দিলে সে তার ভন্ডামির কথা শিকার করে। পরবর্তি সময়ে তেলিয়ামুড়া পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ছয়জন

● প্রথম পাতার পর

মেডিকেল করে মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে দেন। চালক আরো জানান ওই এলাকার যুবকরা তাদের দুজনকে অনেক মারধর করেছে। ওসি থেকে জানা যায় গরু গুলি কিনার রশিদ আছে। পুলিশ খোঁজ নিয়ে যানতে পেড়েছে হামলাকারীদের মধ্যে দুই যুবকের নাম পিন্টু নাথ ও চিন্টু নাথ।

সাংগ্রাই ডান্স একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মগ কালচারেল মিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জানুয়ারী।। সাংগ্রাই ডান্স একাডেমির উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মগ কালচারেল মিট ২০২০। রবিবার বিকেল কলাছড়া কালাপানিয়া নেচারেল পার্কে এই অনুষ্ঠানটি হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংগ্রাই ডান্স একাডেমির সেক্রেটারি রাজু মগ, প্রেসিডেন্ট কংথাই মগ, সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেক বছর একবারের জন্য সাংগ্রাই ডান্স একাডেমির উদ্দ্যোগে একদিনের ওয়ার্কশপ ও বিনোদনের জন্য পিকনিকের আয়োজন করা হয়। এইবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। সাংগ্রাই ডান্স একাডেমি কতৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তথেকে মগ সম্প্রদায়ের লোকসমাগম ঘটে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে একাডেমির পুরানো ও নতুন ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকারের গান ও নৃত্য পরিবেশন করে।

জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ চা বাগান শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জানুয়ারী।। সংবাদ সংগ্রহ করাই শুধু সাংবাদিকদের কাজ নয়। সমাজের জন্য দায়বদ্ধতাও রয়েছে। সাংবাদিকদের সংগঠন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ঊনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে হিরাছড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের অসহায় শ্রমিকদের শিতবস্ত্র প্রদান করা হয়। তিন শতাধিক শ্রমিককে এদিন শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের হেলথ কার্ড সংগ্রহ করতে অনুরোধ প্রেসক্লাবের

আগরতলা, ৫ জানুয়ারী।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের হেলথ কার্ড ক্লাব থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক। এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে যেসব সদস্য হেলথ কার্ড পাননি তাদের ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের দ্য মিশন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলেও রাজ্যের সাংবাদিকদের দশ শতাংশ ছাড়া দেওয়া হবে।

খেলা

ভারত-শ্রীলংকা টি-২০ ম্যাচ ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত গুয়াহাটি, টিকিট নিয়ে বিশৃঙ্খলা

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার রাত সাতটায় শুরু হবে বহু প্রত্যাশিত ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ। সুষ্ঠুভাবে হাইভোল্টেজ ম্যাচ সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি চূড়ান্ত সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের। এ মুহূর্তে গুয়াহাটি কাঁপছে ক্রিকেট জ্বরে। যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি, সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবে ভারত ও শ্রীলংকা। ভালোয় ভালোয় খেলা সম্পন্ন করতে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা গুয়াহাটিকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। রদবদল করা হয়েছে মহানগরের বহু সড়কে যাতায়াতপথ।

৫ জানুয়ারি আজ রাত সাতটায় গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে টি-২০ ম্যাচ শুরু হতে চলেছে। বিকেল চারটেয় স্টেডিয়ামের সব প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হবে। খেলাকে কেন্দ্র করে উৎসাহী সকলে। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের ৪০ হাজার আসনের মধ্যে ইতিমধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। খেলা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রীড়াপ্রেমীরা ইতিমধ্যে গুয়াহাটি এসে গেছেন। দেদার বিক্রি হচ্ছে ভারতীয় ও শ্রীলংকা দলের জার্সি।

অসম ক্রিকেট সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ শইকিয়া জানিয়েছেন, স্টেডিয়ামের ভেতরে মোবাইল ফোন, চাবি আর ওয়ালেট ছাড়া আর কিছুই নিতে পারবেন না দর্শকরা। তাছাড়া বাইরে থেকে নেওয়া যাবে না জলের বোতলও। জলের বোতল স্টেডিয়ামের ভেতরেই পাওয়া যাবে, সেখানে কিনতে হবে। তবে জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে দর্শকদের।

এদিকে গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার মুন্না প্রসাদ গুপ্তা জানান, কোনও দর্শককে ব্যানার-পোস্টার, পেনসিল, স্ক্যাচপেন স্টেডিয়ামের ভেতরে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। মহানগর যানবাহন পুলিশ টি-২০ খেলার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ পথ নির্দেশনা জারি করেছে। সে অনুসারে আজ পল্টনবাজার, উলুবাড়ি আর লখরা থেকে আগত দর্শকরা একে আজাদ রোড হয়ে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে যেতে পারবেন। গড়চুক-ভরলুমুখ থেকে আগত দর্শকরা একে দেব রোড হয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন। রবিবার গুয়াহাটির কিছু কিছু রাস্তায় নো-এন্ট্রি ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন বর্ষাপাড়া তিনআলি থেকে ধীরেনপাড়া তিনআলি পর্যন্ত রাস্তাকে করা হয়েছে ওয়ান ওয়ে। কেবল কারপাস সংবলিত গাড়ি এই রাস্তায় যাতায়াত করতে পারবে। একে দেব রোড আর একে আজাদ রোডে সকাল ৮টা থেকে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাণিজ্যিক যানবাহন নিষিদ্ধ থাকবে। লালগণেশ থেকে বর্ষাপাড়া রাস্তায় কার পাসবিহীন গাড়ি চলাচল করতে পারবে না, পুলিশ কমিশনার মুন্না প্রসাদ গুপ্তা।

টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত বিরাট কোহলির বৃষ্টির কারণে বন্ধ খেলা

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন টিম ইন্ডিয়া অধিনায়ক বিরাট কোহলি। রবিবার গুয়াহাটিতে সিংহলিদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে টস-ভাগ্য ভারতের সঙ্গ দিলেও বৃষ্টির জন্য খল বন্ধ রাখা হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বছর-শুরুর ম্যাচেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল বৃষ্টি। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস অনুষ্ঠিত হয় নির্ধারিত সময়ে। তবে ম্যাচ শুরুর ঠিক আগেই বৃষ্টি নামে। ফলে কোহলিদের বছরের প্রথম ম্যাচই শুরু হতে চলেছে দেরিতে। টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্তের পিছনে কারণ হিসেবে কোহলি বলেন, 'অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত। শুরু থেকেই শিশির থাকবে মাঠে। তবে পরের দিকে পিচ তুলনায় ব্যাটসম্যানদের সাহায্য করবে। বিশেষ করে ভিজে বলে টার্গেট ডিফেন্ড করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই রান তাড়া করাই এখানে বুদ্ধিমানের কাছ। তাছাড়া আমরা পরে ব্যাট করতে পছন্দ করি। বছরের প্রথম ম্যাচে পছন্দ মতো পরে ব্যাট করতে পারা মন্দ নয়।' শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক লসিথ মালিঙ্গা অবশ্য শুরুতে ব্যাট করা নিয়ে হতাশ নন। তাঁর মতে পিচ খুব একটা বদলাবে না। তাই স্কোর বোর্ডে বড় রান তুলতে পারলে ম্যাচ জেতা অসম্ভব নয়। রোহিত শর্মা বিশ্রামে থাকায় ভারতের হয়ে এই ম্যাচে ওপেন করবেন চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা শিখর ধাওয়ান। এই ম্যাচে বল হাতে কাম ব্যাক করবেন জসপ্রীত বুমরাহ। উইকেটকিপারের প্রশ্নে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট আরও একবার আস্থা রাখেন ঋষভ পন্তের উপর। ফলে সঞ্জু স্যামসনকে আরও একটা ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চে অপেক্ষা করবে হবে। ভারতের প্রথম একাদশ: শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ ও নভদীপ সাইনি। শ্রীলঙ্কার প্রথম একাদশ: আবিস্কা ফার্নান্ডো, দানুস্কা গুণতিলকে, কুশল পেরেরা (উইকেটকিপার), ওশাদা ফার্নান্ডো, ভানুকা রাজাপক্ষে, ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা, দাসুন শানাকা, ইসুরু উদানা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লাহিরু কুমারা ও লসিথ মালিঙ্গা (ক্যাপ্টেন)।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যে অ্যাওয়ে ম্যাচে কাশ্মীরকে হারাল মোহনবাগান

জম্মু, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কনকনে ঠান্ডার মধ্যে অ্যাওয়ে ম্যাচে প্রয়োজনীয় তিন পয়েন্টও তুলে নিল মোহনবাগান ব্রিগেড। ঠান্ডার মধ্যে ৯০ মিনিট খেলা চালিয়ে যাওয়াই ছিল মোহনবাগান ফুটবলারদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জে ভালভাবেই উত্তীর্ণ হলেন সবুজ-মেরুন শিবির। এদিন ম্যাচে নামার আগে তিনটি ফ্যাক্টর নিয়ে বেশি চিন্তায় ছিলেন বাগান কোচ কিবু ভিকুনা। তুষারাবৃত ভূস্বর্গের ঠান্ডা, স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ঠাসা সমর্থক এবং ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের দুরন্ত জয়। প্রথম থেকে বেশ সচলই দেখাল বাগান ফুটবলারদের। বল মুভও করলেন ভাল। তবে শুরুর দিকে বক্সের ভিতর ফিনিশ করতে গিয়েই বারবার তাল কাটছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খেলা আরও পালটে ফেলে দল। আক্রমণে আরও শান দেন স্ট্রাইকাররা। আর তাতেই খুলে যায় গোলমুখ। ৭২ মিনিটে হেডে সাইরাসের পাস থেকে ডান পায়ের ভলিতে কাশ্মীরের জালে বল জড়িয়ে দেন বেইতিয়া। গত ম্যাচে গোকুলামের বিরুদ্ধে জিতে ভাল ছন্দে ছিল গঙ্গাপারের ক্লাব। আর এদিনের জয়ের পর চার্চিল ব্রাদার্সকে পিছনে ফেলে লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে এল ভিকুনা অ্যান্ড কোং। পাঁচ ম্যাচে বাগানের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। সমস্ত প্রতিকূলতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছেলেরা যেভাবে খেললেন, তাতে দারুণ সন্তুষ্ট কোচ ভিকুনা।

সিএএ নিয়ে মন্তব্য নয়, দাবি বিরাটের

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কোনও মন্তব্য নয়। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নামার একদিন আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। শনিবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট কোহলি জানিয়েছেন, আইনটি নিয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কোনও মন্তব্য নয়। গুয়াহাটিতে যে ম্যাচের জন্য একেবারেই নিরাপদ তা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর দাবি এখানে ভারতীয় দলের পৌঁছতে কোনও রকমের অসুবিধা নেই। ম্যাচ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরাট বলেন, ম্যাচে ভারতীয় দলের ইনিংস ওপেন করবে শিখর ধাওয়ান এবং কে এল রাহুল। দুই ওপেনারের প্রশংসা করে বিরাটের দাবি শিখর অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। দলে থাকা ১৫ জন রয়েছে। প্রত্যেকেই যে প্রতিটি ম্যাচ খেলবে, এমন নয়। কিন্তু রোহিত শর্মা ফিরে এলে অসুবিধা হবে। কে এল রাহুল এখন ছন্দে রয়েছে। প্রতিটি স্ট্রাইকও এখন ঠিকঠাক রয়েছে।

নিউজিল্যান্ডকে ফলো-অন থেকে মুক্তি দিল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : এসসিজি'তে নিউজিল্যান্ডকে ফলো-অন করানোর সুযোগ থাকলেও কিউয়িদের ফলো-অনের লজ্জা থেকে মুক্তি দিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসের নিরিখে পর্যাপ্ত লিড হাতে থাকা সত্ত্বেও ফলো-অন করাল না অজিরা। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৪৫৪ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড অল-আউট হয়ে যায় ২৫১ রানে। ফলো-অন এড়াতে তাদের প্রয়োজন ছিল ২৫৫ রান। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ২০৩ রানের বিশাল লিড পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডকে পুনরায় ব্যাট করতে বাধ্য করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল এই লিড। তা সত্ত্বেও সে পথে হাঁটেনি টিম পেইনের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া দল। পরিবর্তে নিজেরাই দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অজিরা। তৃতীয় দিনের শেষে স্বাভাবিকভাবেই সিডনি টেস্টে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে আপাতত অজিরা তুলেছে বিনা উইকেটে ৪০ রান। অর্থাৎ, নিউজিল্যান্ডের থেকে এখনই অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে রয়েছে ২৪৩ রানে। এর আগে পারথে সিরিজের প্রথম টেস্ট এবং মেলবোর্নে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও নিউজিল্যান্ডকে ফলো-অন করানোর সুযোগ ছিল অস্ট্রেলিয়ার সামনে। তবে দু'বারই তারা কিউয়িদের পুনরায় ব্যাট করতে ডাকেনি। এই নিয়ে সিরিজে তৃতীয়বার প্রতিবেশী দেশকে ফলো-অন না করানোর সিদ্ধান্ত নিল অস্ট্রেলিয়া।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুম্বাইতে প্রয়াত সংগীত শিল্পী আর্ডি বর্মনের স্মরণে একটি অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলিউডের খ্যাতনামা শিল্পীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

আইপিএফটির উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান যোগ দিলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর প্রদেশ সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের আহ্বান জানিয়েও তেমন কোন সাড়া পাচ্ছেন না। অবশেষে এআসিসির কাছে মুখ রক্ষার জন্য কিছু উপজাতি লোকজনদেরকে দলীয় পতাকাতলে শামিল করেছেন। রবিবার কংগ্রেস ভবনে আইপিএফটির উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত টিপিএস অফিসার বুধিরাই দেববর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। মোট ১৫০ জন জনজাতি অংশের মানুষ অন্যান্য রাজনৈতিক শিবির ছেড়ে কংগ্রেসের পতাকা তলে শামিল হয়েছেন বলেন দাবি করেছে। রাজ্যে কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক ভিত শক্তিশালী করার জন্য সঠিক কাণ্ডারি খুজে পাওয়া এআসিসির পক্ষেও রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে যারা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের উপর ভরসা না করে নতুন মুখ এনে দলীয় ভাবমূর্তি চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেয় এআইসিসি। প্রদেশ কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনকে দল থেকে অব্যাহত দেওয়ার পর যে শূন্যতা তৈরি হয় তা পূরণ করতে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দেয় এআইসিসি। পিসিসির আসল লাভের জন্য দাবিদাররা দিল্লিতে ছুটা ছুটি করতে শুরু করেন। এরই মধ্যে এআইসিসির ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে নিযুক্তি প্রদান করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা পীযূষ বাবুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেও দলীয় নেতাদের বাগে আনতে পারেননি। ফলে সাংগঠনিক শক্তি যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে। দলীয় কর্মীসমর্থকদের মনোবল ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিন্হা, গোপাল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরাও নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে পৃথক পৃথকভাবে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে অনেকটাই বিপাকে পড়েছেন। নব নিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এআইসিসির কাছে মুখ রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছে। তবে রবিবার আইপিএফটির উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বুদ্ধিরায় দেববর্মা সহ কিছু সংখ্যক জনজাতি অংশের মানুষ কংগ্রেসের পতাকাতলে শামিল হওয়ায় প্রদেশ সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, একমাত্র কংগ্রেস দলই রাজ্যের বিকল্প শক্তি। বর্তমান সরকারের আমলে গ্রাম-পাহাড়ে কাজ নেই, খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। মানুষ এক অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্যে ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে। স্মার্ট সিটির নামে আগরতলা শহরকে জঞ্জালে পরিণত করা হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানান তিনি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক আহ্বান করবেন বলেও জানান পীযূষ বাবু। এছাড়া, আদিবাসী কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। আগামী ৮ জানুয়ারি দিন থেকে কংগ্রেস দল কালো দিবস হিসেবে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অতীতের তিক্ততা ভুলে সকল স্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের দলীয় কাজকর্মে এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিশ্বের প্রাচীণতম ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ৫ জানুয়ারী ঃ ইসকন আগরতলা, শ্রীলা প্রভুপদের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গতকাল নজরুল কলাক্ষেত্রে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজ্যপাল রমেশ বৈস এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, বিশ্বের প্রাচীণতম ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। আমাদের উচিত আত্ম পর্যালোচনা করে আমাদের ধর্মীয় বানীগুলিকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলা। রাজ্যে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ইসকন যেভাবে সামাজিক সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে, রাজ্যপাল তার প্রশংসা করেন এবং তা চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ইসকন নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করছে।

রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেববর্মাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য মায়াপুরে যে মন্দিরটি সূচনা করেছিলেন সেটিই আজ ইসকনের মূল ভিত। তিনি সনাতন ধর্মের প্রসারে প্রভুদেবার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ইসকন মন্দিরের সভাপতি শ্রীদাস গোবিন্দ দাস। স্থানীয় ভক্তরা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়া, জাপান, ইউক্রেন ইত্যাদি ও কাজাকস্তানের শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দ।

সিএএ সম্পর্কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণকে বোঝাচ্ছেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে জনগণের মন থেকে বিভ্রান্তি দূর করতে বাড়ি বাড়ি প্রচারে শামিল হলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। রবিবার তিনি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য নেতানেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে প্রচারে শামিল হন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কোন ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হতে আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের উভয় সভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ধনী ভোটে পাশ করিয়ে নেয়। রাষ্ট্রনীতিও এই বিলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করেন। ফলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য অশান্তির পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন মহল। উদ্ভুত পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী সম্পর্কে জনগণকে অবগত করার জন্য। বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে এই আইন প্রয়োগ করে বিরাট অংশের মানুষকে দেশ থেকে বিতারণ করা হবে। প্রকৃত ঘটনা হল, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ফলে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রত্যেকেই দেশে বসবাস করতে পারবেন। কাউকে বিদেশি চিহ্নিত করার সংস্থান নেই এই আইনে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যে সমস্ত হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা সংঘাতের কারণে বসবাস করতে পারছেন না তারা যদি ভারতে বসবাস করতে চান তাহলে ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে তাদেরকেও ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। এনিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তনুসারে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক দলীয় নেতানেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তৃণমূল স্তরের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে তিনি সংযোগ তৈরি করেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে কাছে পেয়ে সাধারণ মানুষের জন্য দারুণ খুশি। কেন না, ভোটের আগে অনেক নেতানেত্রী প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে ভোট আদায় করে থাকেন। ভোটের বৈতরণী পার হয়ে গেলে তাদের অনেকেরই টিকির নাগাল পান না সাধারণ মানুষ। সেক্ষেত্রে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে জনসংযোগ তৈরি করছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কর্মচারী সংঘের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। ভারতীয় মজদুর সংঘের অন্তর্গত রাজ্য কর্মচারী সংঘের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে রাজধানীর কৃষিভবনে এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাজ্য খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। তিনি শিবিরটি ঘুরে দেখেন এবং শিবিরে অংশগ্রহণকারী রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের কর্মচারীরা তাদের নিত্য কর্মের উর্দ্ধে উঠেও সামাজিক দায়বদ্ধতা মেনে যেভাবে এই রক্ত দানে এগিয়ে এসেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সমাজকে পরিবর্তন করতে সবাই এগিয়ে এসে হাতে হাত ধরে কাজ করার যে বার্তা দিয়েছেন সকলে ভবিষ্যতে সমাজের দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করে আর অধিক সামাজিক কাজে এগিয়ে আসবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তেলিয়ামুড়ায় জাতীয় সড়ক থেকেই একটি বাইপাস রাস্তা নির্মাণের জন্য জায়গা পরিদর্শনে বিধানসভার মুখ্য সচেতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জানুয়ারি ।। তেলিয়ামুড়ায় আট নং জাতীয় সড়ক থেকেই একটি বাইপাস রাস্তা নির্মাণের জন্য রবিবার দুপুরে জায়গা পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। বিধানসভার মুখ্য সচেতক ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক এনএইচ-ডিসিএল-এর কর্মকর্তারা। রবিবার দুপুরে বিধায়িকার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি প্রথমে চাকমাঘাট, ব্রহ্মাছড়া এলাকা পরিদর্শন করেন। পরে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় জানান, জাতীয় সড়ক এবং শহরকে যানযট মুক্ত রাখার জন্য চাকমাঘাটের মেঘরাই রিয়াংপাড়া স্কুলের পাশ দিয়ে ব্রহ্মাছড়া, তৈদু হয়ে ফের হাওয়াইবাড়ির জাতীয় সড়কে এসে মিশে যাবে বাইপাস রাস্তাটি। এতে সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা হবে ৪ লেন। এই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে ছড়া কিংবা নদীর উপর ওভারব্রীজও নির্মাণ করা প্রয়োজন হবে। এতে গ্রীনল্যান্ডের মধ্য দিয়ে হবে এই রাস্তাটি। এর ফলে জাতীয় সড়ক সহ তেলিয়ামুড়া শহর যানজট মুক্ত হবে। বহির্রাজ্য থেকে আসা গাড়িগুলি বাইপাস রাস্তা দিয়ে হাওয়াইবাড়ি জাতীয় সড়কে গিয়ে উঠবে। এর জন্য রাজ্য প্রশাসন থেকে জায়গা পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন হল। দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় সড়কে যানজটের ফলে তেলিয়ামুড়া বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজনের নানা সমস্যা হচ্ছিল। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে বিকল্প বাইপাস সড়কটি খুবই সময়োপযোগী।

কাছাড়ে ৬০ লক্ষ টাকার নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার তিন

শিলচর (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে তিন নেশা পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার জেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে বহু লক্ষ টাকার নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এগুলি ১৫০টি প্যাকেটে ভরতি ছিল। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে রামনগর টোকোর বাসিন্দা অজিত সিংহ, বেরেঙ্গা প্রথম খণ্ডের শাহ আলম এবং স্বাধীনবাজারের মিঠু আহমেদ লস্করকে। তাদের কাছ থেকে একটি দামি গাড়ি এবং দুটি মোটর সাইকেলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ডিএসপি সদরের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল চিরুকান্দিতে অভিযান চালায়। ওই অভিযানে আজকের সাফল্য এসেছে। সূত্রের তথ্য, গত কয়েক দিন থেকে কাছাড় পুলিশ মাদকদ্রব্য পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। এখন পর্যন্ত বেশ কয়েজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর নির্দিষ্ট ধারা বলবৎ করা হয়েছে। গত তিন মাসে কয়েক কোটি টাকার নেশাজাতীয় দ্রব্য পুলিশ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

এবার কেশপুরে প্রবেশ করল দুই আবাসিক হাতি দিনভর আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

মেদিনীপুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের গোদাপিয়াশালের জঙ্গল থেকে দুই রেসিডেন্সিয়াল হাতি প্রবেশ করল কেশপুরে। গভীর রাতে গ্রামের লোকজন বাড়ির পাশে রাখা খড়ের গাদাতে দুই বিশাল দাঁতলকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। রাতে হাতি দুটি গ্রামসংলগ্ন এলাকা না ছেড়ে যাওয়ায় রবিবার সারাদিন তাদের জঙ্গলে আটকে রেখে পাহাড়া দিল আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর থানার অন্তর্গত চড়কা এলাকাতে। এই গ্রামের এক কৃষক পরিবার রাতে নিজেদের মাটির বাড়ির পাশে খড়ের গাদাতে কোনো এক কালো রকমের বিশাল জন্তুকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। টর্চ জ্বেলে বুঝতে পারেন হাতি। তখনই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। ফোন করে প্রতিবেশীদের সকলকে সজাগ করে দেন একে অপরে। রাত তিনটা থেকে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা আর ঘুমোন নি। চড়কা গ্রামের পাশে তাকা জামিরা, আমশোল গ্রামের বাসিন্দারাও হাতির কারনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। হাতি চন্দ্রকোনা , গড়বেতা গোদাপিয়াশালে গেলেও কেশপুরে প্রবেশ এই প্রথম। স্বভাবতই দুই দাঁতালের উপস্থিতি টের পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার লোকজন। কারন বেশিরভাগই মাটির বাড়ি। ভোর হতেই হাতি দুটি গ্রাম গুলির পাশে থাকা একটি ছোট জঙ্গলে প্রবেশ করে।

তিনগ্রামের বাসিন্দারাও সেই জঙ্গলকে ঘিরে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ মারফত জানতে পেরে বনকর্মীরাও জঙ্গলের পাশে হাজির হয়। লোকালয় ও চাষের জমি থাকা এলাকাতে নিরাপত্তা জনিত কারনে হাতিগুলিকে বনদফতর ও গ্রামবাসীরা বের হতে দেয় নি। রাতে হাতি দুটিকে তাড়িয়ে লোকালয় থেকে গোদাপিয়াশাল জঙ্গলে পাঠানো হবে জানান বনকর্মীরা।

পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ মনজিন্দর সিরসা

পেশওয়ার, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু উ রবিবার পেশওয়ারে এক শিখ যুবককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একথা বলেন শিরোমণি আকালি দলের নেতা মনজিন্দর সিরসা। রবিবার পেশওয়ারে এক শিখ যুবককে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় দুষ্কৃতীরা। পাক পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মৃতের নাম রবীন্দ্র সিং। বয়স ২৫ বছর। পাখতুনখোয়ার বাসিন্দা রবীন্দ্র পাক সাংবাদিক হরমিত সিংয়ের ভাই। পেশওয়ারে এসেছিলেন বিয়ের কেনাকাটা করতে। এখানেই তাঁকে নিশানা করে দুষ্কৃতীরা। এই হত্যার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে শিরোমণি আকালি দল উএই ঘটনার পরপরই পঞ্জাবে অকালি দলের নেতা মনজিন্দর সিরসা টুইটারে লেখেন, "পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ইরফান খানের সরকার। তাই পরিকল্পনা করেই শিখদের বেছে বেছে খুন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে মেদিনীপুরে ভবঘুরেদের মধ্যে কেক-খাবার বিলি তৃণমূলের

মেদিনীপুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ ৫ জানুয়ারি, রবিবার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন। এই জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে মেদিনীপুর শহরে ছড়িয়ে থাকা ভবঘুরেদের মধ্যে কেক ও খাবার বিলি করল জেলা যুব তৃণমূল। রবিবার সকাল থেকেই মেদিনীপুর শহর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে এই বিলি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনকে বিশেষভাবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছিল জেলা যুব তৃণমূল। তাই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য দীর্ঘায়ু ও আশীর্বাদ কামনা করে পথচলতি ভবঘুরে ও দুস্থদের মধ্যে খাবার বিলির উদ্যোগ নেওয়া হয় সকালে। জেলা যুবনেতা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও নির্মাল্য চক্রবর্তীর উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড থেকে এই কাজ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডে ভবঘুরে আবাসনে থাকা ভবঘুরেদের বিভিন্ন রকমের খাবার ও কেক বিলি করা হয়। এরপর বাসট্যান্ড চত্বরে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকা ভবঘুরেদেরও একই রকমভাবে খাবার বিলি করা হয়। সেই সঙ্গে বাসযাত্রী পরিবারের শিশু ও অন্যান্যদেরও রাস্তায় ঘুরে একই রকম খাবার বিলি করা হয়েছে। যুবনেতা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে এই উদ্যোগ। সকলকে একটু খাবার দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছার প্রসার ঘটানোই লক্ষ্য ছিল।' যুব তৃণমূল নেতা নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই ভবঘুরেদের বিভিন্নস্থান থেকে তুলে এনে ভবঘুরে আবাসনে স্থান দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি আমরা। তার জন্মদিনে আরও একবার মিষ্টিমুখ করিয়ে তার জন্য দীর্ঘায়ু প্রার্থনা অনুরোধ করলাম।

পাকিস্তানে শিখদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার : হরসিমরত কউর বাদলের

পেশওয়ার, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ উ রবিবার পেশওয়ারে এক শিখ যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয় উ এই ঘটনার পর প্রতিবেশী দেশে একের পর এক সংখ্যালঘু হত্যার ঘটনায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কউর বাদল বলেন পাকিস্তানে শিখদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। রবিবার পেশওয়ারে এক শিখ যুবককে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় দুষ্কৃতীরা। পাক পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মৃতের নাম রবীন্দ্র সিং। বয়স ২৫ বছর। পাখতুনখোয়ার বাসিন্দা রবীন্দ্র পাক সাংবাদিক হরমিত সিংয়ের ভাই। পেশওয়ারে এসেছিলেন বিয়ের কেনাকাটা করতে। এখানেই তাঁকে নিশানা করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কউর বাদল উ তিনি বলেন, "গুরুদ্বারে হামলার পর ফের পাকিস্তানে আক্রান্ত শিখ যুবক। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন মাত্রা ছাড়াচ্ছে। আমি অনুরোধ করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। পাকিস্তানে শিখদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার।"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।